সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী

পবিত্র শিশু মঙ্গল রবিবার

৩১ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ভালোবাসায় যাপিত জীবন

গৃহ-পরিবেশে শিশুদের শিক্ষাদানে পিতা-মাতাদের অগ্রণী দায়িত্ব পালন সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের উপদেশ

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ০৩

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

প্রকাশনার গৌরবময় ৮১ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

মহাপ্রয়াণের বিশ বছর

"শান্তি, মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ স্বর্গদেশে তুমি আছ।"

প্রয়াত যাকোব রোজারিও
জন্ম: ১০ অক্টোবর, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জানুয়ারি, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ
পড়িপাড়া, কালিগঞ্জ, গাজীপুর।

প্রাণপ্রিয় বাবা/দাদু

দেখতে-দেখতে বিশটি বছর পার হয়ে গেল। পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো বেদনাবিধুর সেই ২৫ জানুয়ারি, ২০০১ খ্রিস্টাব্দে। তোমার শূণ্যতা আমরা অনুভব করি প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ। ধার্মিকতায় তোমার সহজ-সরল জীবন-যাপনসহ নানাবিধ স্মৃতিই আমাদের মধ্যে সদা তোমার উপস্থিতি প্রকাশ করে। তুমি চলে গেলেও আমরা বিশ্বাস করি তুমি সব সময়ই আমাদের সাথে সাথে আছ। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমার মত সৎ, ধার্মিক, সহজ-সরল, কর্মঠ, অতিথি-পরায়ণ, স্নেহপরায়ণ, ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়বান ও কোমল প্রাণের অধিকারী হতে পারি। তুমি চিরশান্তির রাজ্য স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য আরও বেশি করে আশীর্বাদ কর যেন আমরা তোমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই।

তোমারই স্নেহের

নাতি-নাতনী ও নাতনী জামাই	: স্মৃতি ও সুনীল, ইতি, জলি, চম্পক, তুলি ও বিজয়, অন্তরা ও শুভ, রোজা, শার্লিন, সাথী, শোভন, রুবি, সেঁজুতি ও স্বপন।
পুত্র ও পুত্রবধূ	: আলো ও পিউলী; প্রদীপ ও কাঁকন।
মেয়ে ও জামাই	: প্রয়াত মায়া ও রনি; মিলি ও প্রয়াত সুনীল; পিউলি ও প্রদীপ, দীপা।
মেয়ে	: পিউলী (পিন্টুর মেয়ী ভূমিকা, এনএসআরএ)
স্ত্রী	: যমুনা জুলিয়ানা রোজারিও)

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে বিশেষ দিবসে লেখা আহ্বান

বিশেষ দিবস	লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
ভস্ম বুধবার (১৭ ফেব্রুয়ারি)	৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
অমর একুশে (২১ ফেব্রুয়ারি)	৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
আন্তর্জাতিক নারী দিবস (৮ মার্চ)	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
আর্চবিশপ মাইকেল এর মৃত্যু বার্ষিকী	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
সাধু যোসেফের মহাপর্ব (১৯ মার্চ)	২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

উক্ত বিশেষ দিবসগুলো ও প্রায়শ্চিত্তকালকে কেন্দ্র করে আপনার সুচিন্তিত প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। লেখা পাঠানোর সময় খামের ওপর কিংবা ই-মেইলে দিবস ও লেখার বিষয় লিখতে ভুলবেন না। আমাদের কাছে লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০।
E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**

সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ সুবর্ণ সুযোগ

আপনি কি এবার ইস্টার পার্বণে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন।

৫০ মিনিটের একটি স্ক্রিপ্ট তৈরী করতে হবে। এতে থাকবে: নাট্যাংশ, নাচ, গান ও বাণী।

নাট্যাংশে থাকবে :
- প্রভু যিশুর শিক্ষার আলোকে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট
- পবিত্র বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে নাটক (যিশুর যাতনাভোগ থেকে মৃত্যু ও পুনরুত্থান পর্যন্ত)
- স্ক্রিপ্ট আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

বি: দ্র: স্ক্রিপ্ট সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ০৩
■■■■■ ৩১ জানুয়ারি - ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■ ১৬ - ২৩ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদকীয়

শিশুদের সচেতন যত্নদান

সাধারণত যেকোন পরিবারেই একজন শিশুকে ঘিরে পরিবারে আনন্দ বয়ে যায়। শিশুকে নিয়ে পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্নের জাল বুনতে থাকে। একজন মায়ের মতো মাতামণ্ডলীও শিশুদের নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করে এবং শিশুদেরকে সঠিকভাবে বৃদ্ধি পাবার পরিবেশ তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান করে। প্রতিবছর সাধারণকালের ৪র্থ রবিবারে খ্রিস্টমণ্ডলীতে পালন করা হয় 'পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার'। এ বছর ৩২ জানুয়ারি তা পালিত হবে। বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সারা পৃথিবীতে যখন অগণিত শিশুদের প্রতি নানান ধরনের অন্যায় আচরণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেই মূহূর্তে 'পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস' উদ্‌যাপন আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, এই শিশুরা পরম পিতার চোখের মণি এবং প্রভু যিশু খ্রিস্টের পরম প্রীতিভাজন। পবিত্র বাইবেলে দেখি শিশুদের প্রতি যিশুর মমতা- "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও; তাদের বাধা দিও না। কারণ এই শিশুদের মতো যারা, ঐশরাজ্য যে তাদেরই" *(মার্ক ১০: ১৪)*।

যিশুর ন্যায় মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষও শিশুদের পূর্ণ বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরণের গঠনে জোর দিয়ে যাচ্ছে অনেক বছর ধরেই। সারাবিশ্বে শিশুমঙ্গল সংঘের কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। শিশুদেরকে শিশুর পাশে দাঁড়াতে সক্ষম করে তোলা হচ্ছে। পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ধর্মশিক্ষায় বলেন, পিতামাতাগণ অবশ্যই শিশুদের জীবন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখবেন না, শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে তাদের অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষাদান এবং নিজের ও অপরের প্রতি দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা হচ্ছে পিতা-মাতাদের একটি সহজাত ঐশরিক আহ্বান। এটাই হচ্ছে পরিবারের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান বাস্তবতায় পিতা-মাতাগণ শিশুদের সঠিকভাবে শিক্ষা দিতে হাবুডুবু খাচ্ছেন। অনেক পিতা-মাতা মনে করছেন, শিশুদের সঠিকভাবে গঠন করা যেন দুরূহ একটি কাজ। বিশেষভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক গঠনদানে। শিশুদের নিত্য নতুন আবদারে বিচলিত এবং জীবনের অসংখ্য জটিল সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পিতামাতাগণ ভুল করার ভয়ে আজ স্থবির হয়ে পড়ছে। পিতা-মাতারা অত্যধিক মাত্রায় স্কুল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন শিশুদের শিক্ষা দিতে। কিন্তু মনে রাখতে হবে শিশুর আসল শিক্ষালয় হলো পরিবার। কাজেই একজন শিশুর আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক, সামাজিক প্রভৃতি বিকাশগুলি ঘটতে শুরু করে পরিবারের মধ্যেই। পিতামাতা হবেন প্রথম শিক্ষক। তাদের জীবনের সুন্দর আদর্শ, জীবন-যাপন ও সঠিক কথাবার্তার মধ্যদিয়ে তারা শিশুদেরকে গঠন দিবে। নিজেরা যেমন তেমনভাবে জীবন-যাপন করে শিশুদেরকে কোনভাবেই ভাল মানুষ করতে পারা যাবে না। অনেক পিতা-মাতা আছেন যারা শিশুর পেছনে অনেক খরচ করেন, ভালো স্কুলে পাঠান, অনেক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত করেন, গৃহশিক্ষক রাখেন কিন্তু নিজেরা ভালো মতো জীবন-যাপন করেন না এবং শিশুদের যথার্থ সময় দেন না। ফলশ্রুতিতে শিশুরা সুগঠিত হতে পারে না। শিশুরা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। জীবনের মধ্যদিয়ে শিশুদের শিক্ষা দিতে হবে। মা-বাবার ঝগড়া-ঝাটি, পারিবারিক কলহ শিশুর মানসিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটায়। পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের এই বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে নিয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ রক্ষা করতে হবে পরিবারে। শিশুদের সকল চাহিদা তৎক্ষণাৎ পূরণ না করে যা বেশি প্রয়োজন তা প্রথম পূরণ করা এবং কিছু কিছু আবদারকে না বলে শিশুদেরকে সহিষ্ণু, ত্যাগী ও ধৈর্যশীল হতে সহায়তা করতে হবে। পরিবারে নিয়মিত ধর্মচর্চা, সত্য বলা, একজন আরেকজনকে সম্মান করা ইত্যাদির মধ্যদিয়ে আমরা শিশুদের যত্ন নিতে পারি।

বর্তমান যুগে সোশ্যাল মিডিয়া, যন্ত্র নির্ভরতা ও পারস্পরিক সুসম্পর্কের অভাব প্রভৃতির ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান প্রদান কমে যাচ্ছে। যার প্রভাব সুকোমল শিশুদের মনে পড়ছে। ফলে শিশুরা নানাভাবেই বিকৃত মানসিকতার শিকার হয় এবং মোবাইল গেইম, ভিডিও গেইমে আসক্তি, অসামাজিক ভাবনা, নেশার প্রতি আসক্তি ইত্যাদির কবলে পরে যায়। এসব অনেক সময় বাইরের থেকে শিশুকে দেখে বোঝা যায় না। কিংবা বোঝা গেলেও অনেকেই বিশেষ আমল দেন না। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার যেমন শরীরকে সুস্থ রাখে তেমনি উপযুক্ত পারিবারিক পরিবেশ-ই শিশুর মানসিক গঠনকে সুন্দর করে তোলে। তাই শিশুর আধ্যাত্মিক, মানসিক, শারীরিক বিকাশের দিকটি গুরুত্ব দেওয়া খুব বেশি প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে আজ॥ ✝

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

'যিশু নানা প্রকার রোগে পীড়িত বহু মানুষকে নিরাময় করলেন ও অনেক অপদূত তাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু অপদূতদের কথা বলতে দিতেন না, কারণ তারা তাঁর পরিচয় জানতে' (মার্ক ১:৩৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

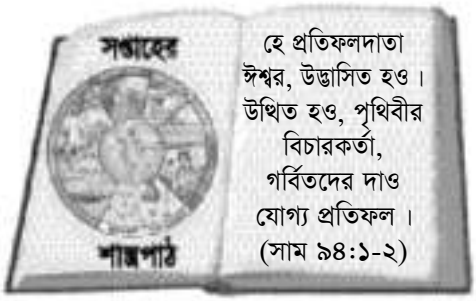

হে প্রতিফলদাতা ঈশ্বর, উদ্ভাসিত হও। উত্থিত হও, পৃথিবীর বিচারকর্তা, গর্বিতদের দাও যোগ্য প্রতিফল। (সাম ৯৪:১-২)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৩১ জানুয়ারি - ০৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৩১ জানুয়ারি, রবিবার
২য় বিবরণ ১৮: ১৫-২০, সাম ৯৪: ১-২, ৬-৯, ১ করি ৭: ৩২-৩৫, মার্ক ১: ২১-২৮
পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার - বিশেষ দান সংগ্রহ করা হবে।

১ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
হিব্রু ১১: ৩২-৪০, সাম ৩১: ১৯-২৩, মার্ক ৫: ১-২০

২ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
প্রভুর নিবেদন পর্ব
মালাখি ৩: ১-৪; অথবা হিব্রু ২: ১৪-১৮, সাম ২৩: ৭-১০, লুক ২: ২২-৪০; অথবা লুক ২: ২২-৩২

৩ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
ব্লেইস, বিশপ ও ধর্মশহীদ এবং সাধু এঙ্গগার, বিশপ-এর স্মরণ দিবস
হিব্রু ১২: ৪-৭, ১১-১৫, সাম ১০৩: ১-২, ১৩-১৪, ১৭-১৮ক, মার্ক ৬: ১-৬
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
গালাতীয় ৬: ১৪-১৬, সাম ১২৬: ১-৬, মথি ১০: ২৬ক, ২৮-৩৩

৪ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
হিব্রু ১২: ১৮-১৯, ২১-২৪, সাম ৪৮: ১-৩, ৮-১০, মার্ক ৬: ৭-১৩

৫ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
সাধ্বী আগাথা, কুমারী, ধর্মশহীদ-এর স্মরণ দিবস
হিব্রু ১৩: ১-৮, সাম ২৭: ১,৩,৫, ৮খ-৯কখগ, মার্ক ৬: ১৪-২৯
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
১ করি ১: ২৬-৩১, সাম ৩১: ১কখ, ২গঘ, ৫, ৬ খ, ৭ক, ১৬, ২০কখ, মার্ক ১৪: ৩-৭, ৯

৬ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
পল মিকি ও সঙ্গীগণ, ধর্মশহীদ-এর স্মরণ দিবস
হিব্রু ১৩: ১৫-১৭, ২০-২১, সাম ২৩: ১-৬, মার্ক ৬: ৩০-৩৪,
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
গালাতীয় ২: ১৯-২০, সাম ১১৩: ১-৮, লুক ১২: ৪-৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩১ জানুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৬৮ সিস্টার মেরী রীতা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৮৮ সিস্টার মার্গারেট মুর্মু সিআইসি (দিনাজপুর)

১ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৪৭ ব্রাদার আব্রাহাম বেক (দিনাজপুর)
+ ১৯৬১ ফাদার লুইস ফোনো সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯২ ফাদার এডওয়ার্ড ম্যাসাট সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফাদার টেরেন্স ডি. কেনার্ক সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফাদার বার্টন্ড রড্রিকস (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৪ সিস্টার এলেক্সিজ আর্সেনেল সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ ফাদার জেরোম মানখিন (ময়মনসিংহ)
+ ২০১৭ ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)

২ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৫৭ ব্রাদার এলড্রিক যোসেফ ডেনিস সিএসসি
+ ১৯৬৪ ফাদার হেরল্ড ব্রিন সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৪ ফাদার অভিদিও নেভলনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৯ ফাদার লিও গমেজ (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৬ সিস্টার মেরী ক্লেয়ার পিসিপিএ

৩ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৮৮ ফাদার এন্ড্রু সার্ভেট ওএমআই (ঢাকা)
+ ২০০৩ সিস্টার মেরী এলজিয়ার আরএনডিএম (ঢাকা)

৪ বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭৫ ফাদার লিউনিদাস মোর সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফাদার ফাউস্তিনো চেসকাতো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৭ ফাদার বিমল জে. রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ সিস্টার আসোন্তা রোজারিও সিআইসি (দিনাজপুর)

৫ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৭৯ ফাদার পাওলো কার্নাভেলে পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৫ সিস্টার ইলিয়া জেনেত্তি এসসি (দিনাজপুর)

আমাদের বিশ্বাস ধরে রাখতে হবে

পরম শ্রদ্ধেয়-শ্রদ্ধেয়া সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, আমি আপনাদের সবার কাছে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবিনয় অনুরোধ রেখে যাচ্ছি। এ অনুরোধ আপনাদের উপর আমার আদেশ নয়, আবার কোন বল প্রয়োগও নয়। এ অনুরোধ কারো কাছ থেকে শুনে নয়, আবার কারো কাছ থেকে ধার করাও নয়। এ অনুরোধ একান্তই আমার মগজে ধারণকৃত বিষয়বস্তুর ফল। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে জানতে, তাঁকে মানতে, তাঁকে ভালবাসতে এবং মৃত্যুর পর তাঁর সাথে স্বর্গে অনন্তকাল সুখী হতে।

আমি যা জানি, যা বুঝি আর যা বিশ্বাস করি তা এই, পবিত্র বাইবেল হলো স্বর্গপথ যেখানে যিশুর কথা লেখা রয়েছে, যিশু বলেছেন, আমিই সত্য, আমিই পথ, আমিই জীবন। বাইবেলকে অবহেলা করার অর্থ স্বর্গপথে আত্মার বাঁধা সৃষ্টি করা। অল্প আহারে শরীর যেমন সম্পূর্ণ সুস্থ থাকে না, তেমনি বাইবেলও অল্প পাঠে স্বর্গপথ সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে না। সেজন্য আমাকে বাইবেল সম্পূর্ণ পাঠ করে সবকিছু জানতে ও বুঝতে হবে। বাইবেলের উপর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। বাইবেলে লিখিত সমস্ত কথা, সমস্ত উপদেশ পালন করতে হবে। আবার তা মেনে চলতে হবে। পবিত্র বাইবেলে প্রাক্তন সন্ধি (পুরাতন নিয়ম) আর নবসন্ধি (নতুন নিয়ম) মিলে ১৮০৫ পৃষ্ঠা রয়েছে। আমি যদি প্রতিদিন ১ পৃষ্ঠা করে পাঠ করি তাহলে ৫ বছরেরর কম সময়েই বাইবেলটি সম্পূর্ণ পাঠ করে শেষ করতে পারি। আর যদি প্রতিদিন ৫ পৃষ্ঠা করে পাঠ করি তাহলে ১ বছরের কম সময়েই বাইবেলটি সম্পূর্ণ পাঠ করে শেষ করতে পারি। যদি কেউ আমার উপর প্রশ্ন রাখেন আমি পবিত্র বাইবেলটি সম্পূর্ণ পাঠ করেছি কিনা, তবে তার প্রতি আমার উত্তর এই, আমার উপর এরকম প্রশ্ন রাখার গুরুত্ব আমি বুঝি না, এরকম প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি রাজি না। এর কারণ, যা ইহকালের তা হলো পৃথিবীর, আর যা পরকালের তা হলো স্বর্গবাসীর। আমার স্বর্গদরজায়। ঈশ্বরের ক্ষমতা ও ইচ্ছায় মানুষ মরণশীল। স্বর্গপথে ও স্বর্গদরজায় লেখা দেখার জন্য অপেক্ষা করুন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত।

লেখার শেষে এটুকুই লিখে শেষ করতে চাই, আমি পবিত্র বাইবেল পাঠে জেনেছি, বুঝেছি আর বিশ্বাস করি, পৃথিবীর উপর জলপ্লাবন, বিভিন্ন ধ্বংস আর মহামারী ঈশ্বরের উপর মানুষের অবিশ্বাসের ফল। বর্তমানে করোনাভাইরাসে পৃথিবীর মানুষ দিশেহারা। লক্ষ-লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে। কোটি-কোটি মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে করোনাভাইরাসে। এ মহামারী হতে মুক্তি পেতে মানুষ বিশ্বাসে ঈশ্বরের কাছে করুণা ভিক্ষা করেছেন। আমিও তাই করছি। আমি বিশ্বাস করি, দয়াময় ঈশ্বর নিশ্চয়ই একদিন করোনাভাইরাস মহামারী থেকে মানুষকে মুক্তি দেবেন। তবে মানুষের অনুরোধ, প্রার্থনা, প্রায়শ্চিত্ত আর বিশ্বাস যখন ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

মাস্টার সুবল

ফাদার বিশ্বজিৎ বার্ণার্ড বর্মণ

সাধারণ কালের চতুর্থ রবিবার

প্রথম পাঠ : দ্বিতীয় বিবরণ ১৮: ১৫- ২০

দ্বিতীয় পাঠ : ১ করিন্থীয়: ৭: ৩২-৩৫

মঙ্গলসমাচার: মার্ক ১: ২১-২৮

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জনেরা; আজকের এই প্রভুর বিশেষ দিনে সকলকে জানাচ্ছি বিশেষ শুভেচ্ছা। আমরা যারা খ্রিস্টে অনুসারী আমাদের সবার বিশ্বাস, প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদের মুক্তি দিতে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। ঈশ্বরের সাথে গভীর প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে যা কিছু আমাদের বাঁধা দেয় তা দূর করাই হলো তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য। সমস্ত মন্দতা থেকে মুক্ত করে তিনি আমাদের মাঝে ঐশ রাজ্য স্থাপন করতে চান। জাগতিক সমস্ত মন্দতার উপর যে তাঁর অধিকার ও শক্তি রয়েছে তাঁর উল্লেখ আমরা মঙ্গলসমাচারে দেখতে পাই। তিনিই যে সেই প্রতিশ্রুত ঈশ্বর পুত্র সেটা তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর অলৌকিক কাজের মধ্যদিয়ে। সেই জন্যেই যিশুর বাণী মানুষের জীবনকে করে ফলশালী, কার্যকারী ও ঈশ্বরমূখী। যিশু মানুষের সামনে তাঁর বাণী ঘোষণা করার সাথে-সাথে তা বাস্তবে পরিণত হয়। প্রকৃত পক্ষে যিশুর বাণী একটি আদেশের মতো যা অমান্য করা যায় না ও যা বিফল হয় না। এর মধ্যদিয়ে প্রকাশ পায় যে; যিশু ঐশরিক ক্ষমতা দিয়েই মানুষের মধ্যে তাঁর কাজ করেন। ঈশ্বর যেমন একটি আদেশের মাধ্যমে সব কিছু সৃষ্টি করেছেন সেই একই ক্ষমতায় নতুন ভাবে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুত নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করেন আমাদের প্রভু যিশু। যেখানে কোন মন্দতার কর্তৃত্ব থাকতেই পারে না। যিশুর বাণী ও তাঁর আশ্চর্য কাজ পাশাপাশি থাকে। সেই কারণেই দেখি তিনি যেমন প্রচার করেছেন তেমনইভাবে জীবন যাপন করেছেন এবং তেমনইভাবে আশ্চর্য কাজও করেছেন।

ইহুদিদের প্রতি গ্রামে ও কেন্দ্রে একটি করে সমাজ ঘর ছিল। সেখানে প্রতি শনিবারে স্থানীয় পুরুষেরা সমবেত হত আর তাদের ধর্ম গুরু পবিত্র শাস্ত্র পাঠ করে তার ব্যাখ্যা দিতো। আজকের মঙ্গলসমাচারে যিশু একইভাবে সমাজ গৃহে বাণীপ্রচার করে ইহুদীদের কাছে প্রত্যাশা করেছিলেন তারা যেন তাদের বিশ্বাসের পুরাতন নিয়ম থেকে নতুন নিয়মের মুক্তির বাণী গ্রহণ করেন। কিন্তু অনেকেই প্রভু যিশুকে চিনতে পারেননি, গ্রহণ করেননি ও তাঁর শিক্ষাও মেনে নেননি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল অপবিত্র আত্মা যিশুকে ঠিকই চিনেছেন।

আজকের মঙ্গলসমাচারে আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রিস্ট যিশুকে একজন আর্দশ শিক্ষা গুরু হিসাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। মানুষকে ন্যায় ও ধর্মের পথে পরিচালনা করার জন্য যিশু ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত আর্দশ শিক্ষাগুরু। যিশুর সাথে অন্য কোন গুরুর তুলনা হয় না। কারণ, যিশুই প্রকৃত গুরু যেখানে শ্বাশত জীবন বিদ্যমান যার মধ্য দিয়ে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারি। তিনি সবসময় অধিকার নিয়ে কথা বলেছেন তার মানে তার মধ্যে কত শক্তি ছিল। আমরা নিজেদেরকে নিয়ে একটু ধ্যান করতে পারি যে, আমরা কি সত্যিই যিশুকে একজন আদর্শ শিক্ষাগুরু হিসাবে দেখি? যদি দেখি তাহলে আমরা কেন তাঁর বাণী অনুসারে জীবন যাপন করতে পারিনা। আমরা দেখেছি যে, যিশুর মুখনিসৃত বাণীতে ছিল মুক্তিদায়ী শক্তি। তাঁর কথা অনেককে ভয়, ঘৃণা, হতাশা ও শত্রুতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। অন্যদিকে তাঁর দরদ পূর্ণ কথায় ও ক্ষমার বাণীতে তারা পেয়েছিল শান্তি, মনের ও দেহের সুস্থতা। তাঁর হৃদয় গ্রাহী কথায় তাদের জীবনে এসেছিল রূপান্তর, ভয়-ভীতির স্থানে আনন্দ, হতাশার স্থানে আশা, আর ঘৃণার স্থানে ভালবাসা। এজন্যেই যিশুর কথায় সকলে অবাক ও মুগ্ধ হয়ে যেতো।

যিশু শিক্ষা দিয়েছেন অধিকার প্রাপ্ত মানুষের মতো। (অধিকার) এই শব্দ সুসমাচারে যথেষ্ট অর্থপূর্ণ। যিশুর প্রতি এই শব্দ ব্যবহার করে সাধু মার্ক যিশুর প্রকৃত পরিচয়ের আবাস দেন। হিব্রু ভাষায় অধিকার প্রকাশের জন্য শব্দটি দুইভাবে ব্যবহার করা হত। একটি মানুষের অধিকার প্রকাশ করতে, আরেকটি ঈশ্বর প্রাপ্ত অধিকার প্রকাশ করতো। আর ঈশ্বর প্রাপ্ত অধিকার প্রকাশ করার ক্ষমতা এক মাত্র যিশুরই আছে।

আজকের প্রথম পাঠে আমরা শুনেছি যে; ঈশ্বর প্রবক্তা মোশীর মধ্যদিয়ে কথা বলছেন, যদিও মোশীকে একজন প্রবক্তা বলে উপস্থাপনা করা হয়েছে। ঈশ্বর যখন মোশীর সঙ্গে কথা বলছেন এরই মধ্য দিয়ে যেন ঈশ্বর বলতে চেয়েছেন যে, তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করছেন একজন মহান ব্যক্তিরূপে যার মধ্যে ঐশ শক্তি বিদ্যমান। এখানে এমন প্রবক্তার কথা বলা হয়েছে যিনি শ্রেষ্ঠই এক প্রবক্তা হবেন, এমন কি তিনি নিজে হবেন সেই মসীহ যাঁর আসবার কথা। আর তিনি হলেন স্বয়ং যিশু। আর পবিত্র মঙ্গলসমাচারেই যিশুর সেই প্রকৃত পরিচয় পাই।

দ্বিতীয় পাঠে আমরা শুনেছি যে, সাধু পৌল তিনি বলছেন, যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ এবং যারা বিবাহীত নয় সবাই যেন হৃদয় মন আত্মায় প্রভুর সেবায় মনোযোগী হন। কেননা; ঈশ্বর পুত্র এই পৃথিবীতে আসছেন। প্রভু যিশু যেমন অন্যের জন্য এ জগতে নিজের জীবন দিয়ে অন্যকে সেবা দিয়ে গেছেন তেমনিভাবে সকল মানুষও যেন একে অপরকে জীবন দিয়ে ভালবাসে এবং সাহায্য করে। কেননা যিশুই সেই কাজ করে গেছেন এবং আমাদের তা করতে আহ্বান জানাচ্ছেন।

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জনেরা, আজকে আমরা পালন করছি পবিত্র শিশু মঙ্গল দিবস। আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। সেই জন্যে প্রত্যেক শিশুকেই এক একজন আদর্শ মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন আদর্শ শিক্ষক। আজকের মঙ্গল সমাচারে যিশু আজ একজন আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা কি তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি যা পালন করতেন তাই শিক্ষা দিয়েছেন। আমরাও যিশুর কাছ থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। আমরা যারা পরিবারে পিতা-মাতা আছি, স্কুলে বিদ্যালয়ে যারা শিক্ষকগণ রয়েছি আমাদের যিশুর মতো হওয়া উচিত। যা শিক্ষা দিবো তা নিজেদের জীবনে পালন করবো।

বর্তমান সমাজের দিকে তাকালেই দেখতে পাই অন্য রকম দৃশ্য। আমরা আমাদের সন্তানদের যা প্রয়োজন সব কিছুই দিচ্ছি। যা চাচ্ছে তাও দিচ্ছি, যা প্রয়োজন নেই সেটাও দিচ্ছি। জগতের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে, সন্তানদের বায়না পূরণের জন্যে, অন্যের সাথে প্রতিযোগীতায় এগিয়ে থাকার জন্যে খারাপ জিনিসও হাতে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করি না। কিন্তু আমরা দিচ্ছিনা সন্তানদের সুশিক্ষা, খ্রিস্টীয় নৈতিক শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষিত করে তোলতে আমরা হেরে যাচ্ছি। আজকের এই শিশু মঙ্গল দিবসে যিশু আমাদের এই শিক্ষায় দিচ্ছেন আমরা যে যিশুর শিক্ষা শিশুদের দিতে পারি। তাই আসুন আমরা যিশুকে আমাদের জীবনে আদর্শ শিক্ষক ও প্রভু বলে গ্রহণ করার মধ্যদিয়ে নিজের জীবনকে ও অন্যের জীবনকে যিশুর আদর্শে গড়ে তুলি এবং নিজের ও অন্যের জীবনে যে সকল অপদূত রয়েছে সেগুলো নির্মূল করে পবিত্র ও সুপথে চলার শপথ গ্রহণ করি, তা করতে দয়াময় ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকেই সেই আশীর্বাদ দান করুন॥

পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার ২০২১ উপলক্ষে পিএমএস এর জাতীয় পরিচালকের বাণী

খ্রিস্টেতে ভাইবোনেরা, প্রভু যিশু খ্রিস্টের জন্মোৎসব বড়দিন ও খ্রিস্টীয় নববর্ষ উদ্‌যাপন শেষে আমরা এখন উপাসনা বর্ষের সাধারণকালে প্রবেশ করেছি। আর সাধারণকালের ৪র্থ রবিবার প্রতিবছর আমরা পালন করি 'পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার'। সে অনুযায়ী এ বছর ৩১ জানুয়ারি মাতামণ্ডলীতে পালিত হচ্ছে এই পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার। পিএমএস বাংলাদেশ পরিবারের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে এই বিশেষ দিনের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে সারা পৃথিবীতে যখন অগনিত নিষ্পাপ শিশুদের প্রতি নানান ধরনের অন্যায় আচরণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সেই মুহূর্তে 'পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস' উদ্‌যাপন আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই শিশুরা পরমপিতা ঈশ্বরের চোখের মণি, তারা প্রভু যিশুখ্রিস্টের পরম প্রীতিভাজন।

মঙ্গলসমাচার সমূহে আমরা দেখতে পাই শিশুদের প্রতি যিশুর একটা আলাদা মমত্ববোধ : "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও; তাদের বাধা দিও না। কারণ এই শিশুদের মতো যারা, ঐশরাজ্য যে তাদেরই" *(মার্ক ১০: ১৪)*।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস প্রভু যিশুর মতোই সব সময় শিশুদের প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ ও স্নেহ-মমতা প্রকাশ করেন তাঁর বিভিন্ন কার্যকলাপ ও ধর্মোপদেশের মাধ্যমে। তিনি সর্বদা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, শিশুরা একটি পরিবারের বোঝা নয়, কিন্তু তারা একটি পরিবারের আনন্দ, তারা মানব জাতির জন্য একেক জন অমূল্য রত্ন, পরম পিতার এক অপরিসীম আশীর্বাদ স্বরূপ। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে, রোজ বুধবার সাধু পিতরের মহামন্দির চত্বরে সমবেত জনগণের উদ্দেশে তাঁর নিয়মিত সাধারণ ধর্মশিক্ষায় পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "পিতা-মাতাগণ অবশ্যই শিশুদের জীবন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখবেন না, শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে তাদের অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।"

পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থা পোপ মহোদয়ের একটি প্রৈরিতিক সংস্থা। এটা পোপ মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষকতা ও পরিচালনায় অন্যান্য সংস্থাগুলোর মতোই গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে, বিশপ চার্লস দ্য ফরবিন জানসেন এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। জন্মলগ্ন থেকেই এই সংস্থা শিশুদের সার্বিক মঙ্গলের জন্য কাজ করছে। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ও আদর্শ হলো শিশুদের আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে বের করে এনে উদার দৃষ্টিভঙ্গি ও ত্যাগস্বীকারের মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করা, যেন তারা বিশ্বের অপরাপর অবহেলিত, দরিদ্র, নির্যাতিত ও রোগাক্রান্ত শিশুদের সম্পর্কে জানতে পারে এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনে স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

বাংলাদেশে শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের কথা চিন্তা করে প্রতি বছরের ন্যায় আসুন এ বছরও আমরা পবিত্র শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিই। আমাদের শিশুদের মনোযোগ আধ্যাত্মিকতার দিকে আকর্ষণ করে প্রার্থনা ও ত্যাগস্বীকারে প্রেরণা দিয়ে নিজেদের মধ্যে খ্রিস্টকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করি। আসুন আমাদের শিশুদের এই উপলব্ধি এনে দিতে সাহায্য করি যেন তারাও বড়দের মতো তাদের প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, অর্থদান ইত্যাদির মাধ্যমে অন্যদের সাহায্য করতে এবং এভাবে মণ্ডলীর মিশনারী কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

ক্রমিক নং	ধর্মপ্রদেশ	দানের পরিমাণ
১.	ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ	২,৭০,৯৯৬.০০
২.	চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ	২৫,৩১৭.০০
৩.	দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ	৪৫,৪৬০.০০
৪.	খুলনা ধর্মপ্রদেশ	২৩,৯৬৮.০০
৫.	ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ	২৬,৮৮৩.০০
৬.	রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ	৫৬,৭৯৭.০০
৭.	সিলেট ধর্মপ্রদেশ	২০,৭৫০.০০
৮.	বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	২২,২৩০.০০
	মোট টাকা	**৪,৯২,৪০১.০০**

কথায় :.সর্বমোট চার লক্ষ বিরানব্বই হাজার চারশত এক টাকা মাত্র।

গত বছর শিশুমঙ্গল রবিবারে পুণ্যপিতার পবিত্র শিশুমঙ্গল সংস্থার জন্য আপনারা অকৃপণভাবে যে অনুদান দিয়েছিলেন, তা সকলের জানার জন্য ধর্মপ্রদেশভিত্তিক নিম্নে তুলে ধরা হলো:

আশা রাখি দিনদিন আপনাদের দানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এবং বিশ্বের শোষিত, অবহেলিত ও অভাবগ্রস্ত শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পুণ্যপিতার হাতকে আরো শক্তিশালী করে তুলবেন। এই করোনা মহামারীর মধ্যেও সর্বজনীন মাতামণ্ডলীর সার্বিক কল্যাণে আপনাদের উদার প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও আর্থিক অনুদানের জন্য পোপ মহোদয় ও বাংলাদেশের সকল বিশপগণের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পরমপিতা আপনাদের সবাইকে তাঁর অনুগ্রহ ও শান্তি ধন্যকরুন।

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা
জাতীয় পরিচালক, পিএমএস বাংলাদেশ।

গৃহ-পরিবেশে শিশুদের শিক্ষাদানে পিতামাতাদের অগ্রণী দায়িত্ব সম্পর্কে পোপ ফ্রান্সিসের কিছু উপদেশ

ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা

শিশু-কিশোরদের প্রাথমিক শিক্ষালয় হচ্ছে তাদের নিজস্ব পরিবার এবং প্রথম শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রী হচ্ছেন তাদের পিতা-মাতাগণ। একটি শিশুর শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ ও গঠনে সর্বপ্রথম এবং মূল ভূমিকা পালন করে এই পরিবার তথা পিতা-মাতাগণ। বর্তমান বাস্তবতায় এই চির সত্য কথা উল্টে গিয়ে বিদ্যালয় কেন্দ্রিক সব কিছু হতে দেখা যাচ্ছে। ফলে শিশুদের মনোবিকাশ ও সার্বিক গঠনে পিতা-মাতাদের প্রভাব আর আগের মতো থাকছে না। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সারা পৃথিবীতেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের দায়িত্ব থেকে পিতা-মাতাদের দূরে সরে যাওয়ার মারাত্মক পরিণতির কথা উপলব্ধি করেই পোপ ফ্রান্সিস তাঁর বিভিন্ন শিক্ষা ও উপদেশের সময় বারবার পিতামাতাদের তাগিদ দেন, তারা যেন শিশুদের জীবন থেকে দূরে সরে না যায়।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ মে, বুধবার সাধু পিতরের মহামন্দির চত্বরে সমবেত জনগণের উদ্দেশে তাঁর নিয়মিত সাধারণ ধর্মশিক্ষায় পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "পিতা-মাতাগণ অবশ্যই শিশুদের জীবন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখবেন না, শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে তাদের অবশ্যই সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।" এ সময় তিনি বলেন, "নির্বাসন থেকে বের হয়ে এসে তাদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব নতুন করে গ্রহণ করার জন্য পিতা-মাতাদের এখনই উপযুক্ত সময়, কারণ তারা নিজেরাই তাদের নিজ শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম থেকে নিজেদের নির্বাসিত করে রেখেছিল"।

পারিবারিক জীবনের উপর তাঁর চলমান শিক্ষাদানের অংশ হিসেবে তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেন, "শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষাদান এবং নিজের ও অপরের প্রতি দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা হচ্ছে পিতা-মাতাদের একটি সহজাত ঐশরিক আহ্বান। এটাই হচ্ছে পরিবারের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার নামে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও কার্যক্রমের মধ্যদিয়ে শিশুদেরকে তাদের পিতা-মাতাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার বিরূপ ফলাফল সম্পর্কে সর্তক করে দিয়ে পোপ মহোদয় বলেন, "কিভাবে তাদের শিশুদের যত্ন করবেন, শিক্ষা দিবেন সে সম্পর্কে বর্তমানে অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ পিতা-মাতাদের অনেক উপায় বাতলে দিয়েছেন আর পিতামাতারাও তাদের কথায় সম্মতি দিয়ে শিশুদের শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের সক্রিয় দায়িত্ব ও অংশগ্রহণ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছেন, যা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।" এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, "সব ধরনের বুদ্ধিভিত্তিক জটিল মতবাদ - তা বাস্তবে হোক কিংবা কল্পনায় হোক, পরিবারের শিক্ষার ব্যাপারে তরুণ প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পিতামাতাদের বিভিন্নভাবে নীরব করে তুলেছে। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পরিবারকে

অভিযুক্ত করা হয়েছে : যেমন কতৃর্ত্ববাদী মনোভাব, স্বজনপ্রীতি, বশ্যতাবাদী মনোভাব, আবেগিক দমন পীড়ন ইত্যাদি, যা দ্বন্দ্ব-বিবাদ সৃষ্টি করে। এর ফল হচ্ছে পরিবার ও সমাজ এবং পরিবার ও স্কুলের মধ্যে একটা বিভাজনের দেয়াল তৈরী হওয়া। পারস্পরিক বিশ্বাসের ঘাটতির কারণে শিশুদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবার ও সমাজের মধ্যে যে অংশীদারিত্ব ছিল তা এখন এক চরম সংকটের মুখে পতিত হয়েছে।"

পরিবার ও বিদ্যালয় এবং পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের মধ্যে বৈরী সর্ম্পকের কারণে বর্তমান সময়ে শিশুদের শিক্ষা ও সার্বিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ সম্পর্কে সতর্ক করে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, "পিতা-মাতা ও শিক্ষকদের মধ্যে চলমান বৈরী সম্পর্ক ও মতভেদ চরম বিপদের একটা চিহ্ন, যার কুফল ভোগ করে কোমলমতি শিশুরা। বুঝাই যাচ্ছে যে বর্তমান পরিস্থিতি মোটেই ভাল বা ভারসাম্যপূর্ণ নয়। পরিবার ও বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে থাকতে হবে একটা পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সুসম্পর্ক, বিরোধপূর্ণ মনোভাব নয়।"

বর্তমান সময়ে শিশুদের শিক্ষাদান পিতা-মাতাদের একটি দুরূহ কাজ ও দায়িত্ব, যা পালন করা অনেক অবিভাবকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পোপ মহোদয় বলেন, "শিশুদের নিত্য নতুন আবদারে বিচলিত এবং জীবনের অসংখ্য জটিল সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পিতামাতাগণ ভুল করার ভয়ে আজ স্থবির হয়ে পড়ছে।" পোপ মহোদয় আরো বলেন যে, "পিতামাতাদের পক্ষে তাদের শিশুদের শিক্ষাদান করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে যখন কাজ থেকে ক্লান্ত হয়ে বাড়ীতে ফিরে এসে তাদের শিশুদের শুধুমাত্র বিকাল বেলায় দেখে। যেসব স্বামী-স্ত্রী বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতির ভারে ভারাক্রান্ত - সেই সব পিতা-মাতাদের জন্য এই শিশু শিক্ষাদান কাজটি আরো দুরূহ।

পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন পিতা-মাতাদের লক্ষ্য করে পোপ মহোদয় বলেন, " অন্য পিতা-মাতাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে কোন ভাবেই কখনো আপনাদের শিশুদের জিম্মি করবেন না। বিচ্ছিন্নতা একটা 'পরীক্ষা' কিন্তু শিশুরা যেন সেই বিচ্ছিন্নতার বোঝা বহন না করে, তারা যেন পিতা-মাতার বিচ্ছিন্নতার কাছে জিম্মি হয়ে না পড়ে"।

কলসীয়দের কাছে প্রেরিতদূত পৌলের পত্রে যে পারিবারিক উপদেশ রয়েছে তা স্মরণ করে পোপ মহোদয় বলেন, "সন্তানরা যেন সবকিছুতে পিতা-মাতাদের মান্য করে চলে আর পিতা-মাতারা যেন তাদের সন্তানদের বিরক্ত না করেন।" তিনি আরো বলেন, "শিশুদের বিরক্ত করার অর্থ হলো তারা যা করতে পারে না, তা তাদের কাছে দাবী করা, তা করতে বাধ্য করা। বিরক্ত করা নয় বরং তাদের সঙ্গে পথ চলা এবং নিরাশ না হয়ে ধীরে-ধীরে বৃদ্ধি লাভে তাদের সাহায্য করা পিতামাতাদের নৈতিক দায়িত্ব।"

খ্রিস্টীয় পরিবারগুলোকে আরো সহিষ্ণু, আরো মানবিক হয়ে উঠার আহ্বান জানিয়ে পুণ্যপিতা বলেন, "আদর্শ ও উত্তম পিতা-মাতাগণ, যারা মানবীয় জ্ঞান ও গুণাবলীতে পূর্ণ, তারা প্রমাণ করতে পারে যে, 'পরিবার হচ্ছে মানবতার সূতিকাগার'। পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের যে শূন্যতা, ক্ষত ও বিচ্ছিন্নতা, আদর্শ পরিবারগুলোর উজ্জ্বল আলোয় তা পূরণ হয়ে যায় আর অনেক শিশুরাই তা বুঝতে পারে।"

পরিশেষে পোপ মহোদয় বলেন যে, শিশুদের প্রথম শিক্ষাগুরু হিসাবে যে গর্ব, পরিবারগুলো যদি তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়, তবে পৃথিবীতে অনেক অকল্পনীয় পরিবর্তন আনা সম্ভব।

তথ্যসূত্র : লাউরা ইয়েরাচি, কাথলিক নিউজ সার্ভিস।

ভালোবাসায় যাপিত জীবন

সিস্টার মেবেল রোজারিও এসসি

প্রতিবছর মাতা মণ্ডলী ২ ফেব্রুয়ারি "যিশুকে মন্দিরে উৎসর্গীকরণ" বা "প্রভুর নিবেদন পর্ব" দিন হিসেবে পালন করে থাকে। একই দিনে সারা বিশ্বব্যাপী আরেকটা বিশেষ দিবস পালন করা হয়ে থাকে, যাকে আমরা বলি "বিশ্ব উৎসর্গীকৃত জীবন দিবস।" প্রতি বছর এ দিনটিতে পুণ্যপিতা একটা মূলভাব দিয়ে থাকেন এবং এই মূলভাবের উপর বিশেষ ধর্মোপদেশ, প্রার্থনাসভা, খ্রিস্টযাগ, ধ্যান-অনুধ্যান, এ নিবেদিত জীবনের তাৎপর্য, সহভাগিতা ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। এই উৎসর্গীকৃত জীবন কীভাবে পালন করলে বেশি অর্থপূর্ণ, সুন্দর ও পবিত্র হতে পারে এ বিষয়ে।

আজকের লেখায় আমার চিন্তা , চেতনা ও বাস্তবতা সহভাগিতা করার প্রয়াস রাখি। উৎসর্গীকৃত জীবন হলো মণ্ডলীতে ঈশ্বর প্রদত্ত প্রীতি উপহার, এ জগতে ঐশ প্রেমের প্রকাশ; প্রেমপূর্ণ সেবার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টকে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করা। তাহলে আমরা বলতে পারি উৎসর্গীকৃত জীবন খ্রিস্টীয় ভালোবাসায় যাপিত জীবন। A life lived in love. উৎসর্গীকৃত জীবন মূলত ভালোবাসার আহ্বান। ভালোবাসায় যাপিত জীবনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হলেন ঈশ্বর: যিশু এবং এই ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় হচ্ছে তিনি নিজেই ভালোবাসা ও প্রেমস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকজনকে ব্যক্তিগতভাবে ভালোবাসেন, জানেন; মনোনীত করেন এবং তার কাজে সহযোগীতা করার জন্য আহ্বান ও প্রেরণ করেন। উৎর্গীকৃত জীবনে আমরা যারা ব্রতধারী/ব্রতধারিণী আমাদের মনে রাখতে হবে যে, We are loved, we are called. we are chosen and we are sent. অর্থাৎ আমরা প্রীতিভাজন, আমরা আহুত, আমরা মনোনীত এবং আমরা প্রেরিত। ঈশ্বর আমাদের সাথে ভালোবাসার সন্ধি স্থাপন করেন, তাঁর ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমাদের জীবনটা তাঁর হাতে সঁপে দেই, তাঁর ভালোবাসার মধ্যেই ব্রত পালন, সেবাকাজ ও সংঘবদ্ধ জীবন-যাপন করি তাই আমাদের-জীবনটা হয়ে উঠে ভালোবাসার জীবন, ভালোবাসায় যাপিত জীবন। এ উৎসর্গীকৃত জীবনে যিশুর সাথে যদি আমাদের ভালোবাসার সম্পর্ক গভীর না থাকে তাহলে এ জীবনের কোন অর্থ থাকে না। শুধুমাত্র ভালোবাসায় যাপিত জীবনের মধ্যে আছে প্রকৃত সুখ, শান্তি ও আনন্দ। ভালোবাসা জীবনকে করে তোলে অর্থপূর্ণ, সৃজনশীল চলমান। হয়তো আমার এ কথাগুলো রোমান্টিক, অবাস্তব ভিত্তিহীন বলে মনে হতে পারে। আমার ৩৬ বছর ব্রতীয় জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি এটাও স্বীকার করি যে, ভালোবাসা ব্যাপারটা এত সহজ নয়; এটা একটা ঐশ্বরিক ব্যাপার। আমরা সসীম মানুষ, অসীম ভালোবাসাকে অনেকবার ধারণ করতে পারি না।

পোপ ২য় জন পলের প্রৈরিতিক পত্র "উৎসর্গীকৃত জীবন" (vita/consecrata) - এ বলা হয়েছে - "উৎসর্গীকৃত জীবন পবিত্র ত্রিত্বের জীবন প্রকাশ করে। দরিদ্রতা ঐশ ত্রিব্যক্তির পরস্পরের প্রতি আত্মদানের প্রকাশ; বাধ্যতা শুদ্ধিতা পবিত্র ত্রিত্বের মধ্যকার প্রেমপূর্ণ মিলন ও ঐক্যের প্রকাশ। উৎসর্গীকৃত জীবনের পারস্পরিক প্রেমপূর্ণ মিলন পবিত্র ত্রিত্বের স্পষ্ট সাক্ষ্য, তবে এই ঐশ ভালোবাসাকে জগত সংসারে মানব সেবায় ফুটিয়ে তোলার পথও যিশু একই সাথে দেখিয়ে গেছেন, মানুষকে ভালোবেসে নিজের জীবন দিলেন ক্রুশের উপর। তাই আমাদের জীবনও উৎসর্গীকৃত, অর্থাৎ আমরা শুধু মানুষ নই, ঈশ্বর নিবেদিত মানুষ। আমাদের এ জীবনাহ্বান বরের সাথে ভার্যা-বধূর মিলনের সাধনা ব্যক্ত করে। সুতরাং এ জীবন ভালোবাসায় যাপন করা কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু অসম্ভব নয়। আর "ঈশ্বরের সাথে অসম্ভব বলে কোন কিছু নেই।" সংসার জীবনের মতো আমাদের উৎসর্গীকৃত জীবনেও আছে আলো-ছায়া, উত্থান-পতন, ভাঙ্গাগড়া, সন্দেহ-বিশ্বাস, ক্রুশ মুক্তির আনন্দ।

যিশুর উজ্জ্বল দিব্যরূপ ধারনের মধ্যে উৎসর্গীকৃত জীবনের এ বিষয়গুলো অনুধাবন যোগ্য। পুনরুত্থানের গৌরব ও ক্রুশের বাস্তবতা, পর্বতে আরোহন ও পর্বত থেকে অবরোহন, গুরুর সাথে শিষ্যের ঘনিষ্ঠতা, পবিত্র ত্রিত্বের পারস্পরিক জীবন, অনন্তকালীন জীবনের স্বাদ এবং ঠিক পর মুহূর্তেই বাস্তবতায় "একাকী যিশু" এবং মানব সত্তার দূর্বলতা, সমতল ভূমিতে ঐশ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহভাগিতার আহ্বান এবং সৎসাহসের সাথে ক্রুশের দিকে যাত্রা। উৎসর্গীকৃত জীবনে এই সত্য স্বীকৃত যে, ক্রুশের সহভাগিতার মধ্যদিয়েই ভালোবাসার চরম প্রকাশ ঘটে। যখনই আমরা এই অনিবার্য ক্রুশকে আলিঙ্গন করতে অনীহা প্রকাশ করি তখনই আমরা ভালোবাসার জীবন থেকে দূরে সরে পড়ি। আবার বর্তমান বাস্তবতায় এই ভোগ বিলাস তথা কোলাহলপূর্ণ পৃথিবীতে প্রযুক্তি বিদ্যার উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করে পরিপূর্ণভাবে ঈশ্বরের ভালোবাসায় জীবন-যাপন করতে অনেকবার আমরা সাহসী হই না; স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটতে চাই না। অনেকবার সংঘবদ্ধ জীবনের চ্যালেঞ্জগুলো যেমন - পারস্পরিক মত পার্থক্য গ্রহণ, প্রতিটি ব্যক্তিসত্ত্বার স্বতন্ত্রতা; অভিন্নতা গ্রহন, পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা, গঠন, মন-মানসিকতার ভিন্নতাকে শ্রদ্ধা না জ্ঞাপন ভালোবাসায় যাপিত জীবনের জন্য অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না ধর্মীয় সংঘ এবং মণ্ডলী হচ্ছে পাপময়তা ও পবিত্রতার সংমিশ্রণ এবং একমাত্র ভালোবাসাই আমাদের জীবনকে মহৎ করে। এ ক্ষেত্রে মনে পড়ে কেয়ারা লুবিকের একটা কথা: "Everything is great for those who live in love. There is nothing that love can not face" আর আমাদের উৎসর্গীকৃত জীবনতো ঈশ্বরের বিশেষ ভালোবাসায় পারদর্শী মানুষ।

যিনি এ জীবনাহ্বানের উদ্যোক্তা তাঁর ভালোবাসা বিশ্বস্ত, চিরস্থায়ী, শর্তহীন, গভীর ক্ষমাশীল। তিনি কখনো আমাদের ছেড়ে থাকেন না আবার তিনি কখনো মারাও যাবেন না কারণ তিনি যে পুনরুত্থিত, মৃত্যুঞ্জয়ী ভালোবাসায় যাপিত জীবনে যিশুর ভালোবাসায় আমরা একসাথে বাস করি, কাজ করি,প্রার্থনা করি, সুখ-দুঃখ, প্রাচুর্য্য অভাব সব কিছু পরস্পরের সাথে সহভাগিতা করি, ব্রত পালনে দৃঢ় হয়ে উঠি। উৎসর্গীকৃত জীবনে ব্রতধারী/ব্রতধারিনী বন্ধুগণ আসুন মনে রাখি : অনেকেই হয়তো আমাদের পছন্দ করেন। অনেকেই হয়তো আমাদের ভালোবাসেন কিন্তু শুধুমাত্র একজন যিনি আমাদের ভালোবেসে তাঁর জীবন দিয়েছেন,সেই ব্যক্তিটি আমাদের

জীবনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব - যিশু । তিনি নিজেই "ভালোবাসা" আমাদের ভালোবেসে এ জীবনে আহ্বান করেছেন, তাঁর ভালোবাসায় আমাদের আগলে ধরে রাখেন। তাঁর ভালোবাসাকে আমরা ভালো না বাসলেও তিনি যে আমাদের ভালোবেসেই যান। আসুন ভালোবাসায় যাপিত এ জীবনকে সমৃদ্ধশালী, আনন্দময়, সুখময় করে তুলতে যিশুর সাথে যাত্রা করি, সদা-সর্বদা, সর্বস্থানে, সর্ব সময়ে সর্বসমক্ষে সর্বঅন্তকরণে॥

খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে বিভাজন এবং ঐক্য প্রচেষ্টা

সনি রোজারিও

ভূমিকা : যারা খ্রিস্টে দীক্ষা গ্রহণ করেছে এবং খ্রিস্টবিশ্বাসে জীবন যাপন করছে তারাই খ্রিস্টান। দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার অন্যতম প্রধান ভাবনা হল সমস্ত খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে একতা পুনপ্রতিষ্ঠা করা। প্রতিবছর ১৮ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি ঐক্য সাপ্তাহ পালন করা হয় এবং একতার জন্য প্রার্থনা করা হয়। প্রভু যিশু একটিমাত্র মণ্ডলী স্থাপন করেছেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা বিভিন্ন ধরণের মণ্ডলী দেখতে পাই। কাথলিক মণ্ডলী, অর্থডক্স মণ্ডলী, লুথেরান মণ্ডলী, রিফমর্ড মণ্ডলী, অ্যাংলিকান মণ্ডলী, ব্যাপটিষ্ট মণ্ডলী, মেথডিষ্ট মণ্ডলী, অ্যাডভেনটিস্ট মণ্ডলী, পেন্টিকস্টালস মণ্ডলী, স্যালভেশন আর্মি(এাণবাহিনী) প্রভৃতি মণ্ডলী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রয়েছে। আবার অনেকে খ্রিস্টের নামে, কয়েক জন মিলে বিভিন্ন নামে মণ্ডলী তৈরী করছে। বিভিন্ন খ্রিস্টন সম্প্রদায় মানুষের সমনে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকে খ্রিস্টের প্রকৃত উত্তরাধিকারীরূপে। তারা সবাই খ্রিস্টের অনুসারী বলে স্বীকার করে, অথচ তাদের মতামত ও চলার পথ এত ভিন্ন যে, দেখলে মনে হয় খ্রিস্ট যেন বিভক্ত হয়ে পড়েছে *(করি ৩:১৩)*। এই বিভক্তি অবশ্যই খ্রিস্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সমগ্র বিশ্বের কাছে যেমন লজ্জাজনক তেমনি অনাকাঙ্ক্ষিত এবং স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অন্তরায় স্বরূপ।

মণ্ডলীর ভিত্তি : যিশুখ্রিস্ট সমগ্র মানবজাতির কাছে মুক্তির বার্তা ঘোষণা করতে এবং অনন্ত জীবনের সন্ধান দিতে এ পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁর ১২জন মনোনীত শিষ্য নিয়ে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ করেন। দৃশ্যমান প্রতিনিধি ও পরিচালক রূপে তাঁরই অন্যতম শিষ্য পিতরকে নিযুক্ত করেন। তিনিই যিশুর প্রথম দৃশ্যমান প্রতিনিধি অর্থাৎ প্রথম পোপ। খ্রিস্টমণ্ডলী ঐশরাজ্যের প্রতীক। যিশু এই ঐশরাজ্যের পরিচালক পদে পিতরকে নিযুক্ত করে বলেন,"তুমি তো পিতর, অর্থাৎ পাথর আর এই পাথরেরই ওপর আমি আমার মণ্ডলী গড়ে তুলব *(মথি ১৬:১৮)*। শিষ্যদের সহযোগিতায় যিশু তাঁর মণ্ডলী গঠন করেন এবং মণ্ডলী পরিচালনার দায়িত্ব দেন তাঁর শিষ্য পিতরকে। "যোহনের ছেলে শিমোন তুমি কি আমাকে ভালবাস? পিতর উত্তর দিলেনঃ হ্যাঁ, প্রভু, আপনি তো জানেন, আমি আপনাকে ভালবাসি! "যিশু তাঁকে বললেন: "তাহলে তুমি আমার মেষশাবকদের দেখাশোনা কর" *(যোহন ২১:১৫)*। যিনি প্রকৃত মেষপালক, মানবজাতির প্রকৃত প্রতিপালক, এই জগৎ ছেড়ে পিতার কাছে ফিরে যাবার আগে তিনি নিজের "মেষদের" পালন করার দায়িত্ব তুলে দেন পিতরেরই হাতে। পিতরই খ্রিস্টমণ্ডলীর প্রথম পোপ এবং তাঁর উত্তরাধীকারীগণ আজও পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

মণ্ডলীর মধ্যে বিভাজন : খ্রিস্টমণ্ডলীর মধ্যে পঞ্চম, একাদশ ও ষোড়শ শতকে তিনটি প্রধান ধর্মবিচ্ছেদ ঘটে। এ সকল ধর্মবিচ্ছেদের মূলে ছিল বিশ্বাস ও নৈতিকতার বিষয় এবং সাথে শিক্ষা, শাসন ও সংগঠনের বিষয়গুলোও। এর সাথে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ মণ্ডলীর মধ্যে বিভেদের অন্যতম কারণ। তাছাড়া পোপের প্রাধান্য অস্বীকার করে রাজাচালিত মণ্ডলীও গড়ে উঠেছে। বর্তমানে বারটি খ্রিস্টসম্প্রদায় রয়েছে কাল অনুসারে- রোম প্রধান কাথলিক মণ্ডলী (১০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে), নেষ্টরীয়পন্থী এবং মনোফিজইট্স্ (৪০০খ্রিস্টাব্দ থেকে), অর্থডক্স (১০০০খ্রিস্টাব্দ থেকে), লুথার - ক্যালভিন - অ্যাংলিকানপন্থী (১৫০০খ্রিস্টাব্দ থেকে), ব্যাপটিস্ট ও মেথডিষ্ট (১৭০০খ্রিস্টাব্দ থেকে), অ্যাডভেনটিস্ট, পেন্টিকস্টালস এবং স্যালভেশন আর্মি(১৯০০খ্রিস্টাব্দ থেকে) সম্প্রদায়। কাথলিক ও অর্থডক্স মণ্ডলী ব্যাতীত অন্য সকল মণ্ডলীকে প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলী বলা হয়। ষোড়শ শতকে ইউরোপে যারা প্রটেস্ট করে কাথলিক মণ্ডলী থেকে আলাদা হযে যায়, তাদেরকে অনেকটা উপহাস করে প্রটেস্ট্যান্ট বলা হলেও পরবর্তীতে এই নামটিই স্থায়ী হয়ে যায় এবং তাদের পরচয় বহন করে। বর্তমানে প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলীগুলো অসংখ্য শাখা, প্রশাখা, উপশাখা এবং অনুশাখায় বিভক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসে জীবন যাপন করছে।

পঞ্চম শতকের বিভাজন : পঞ্চম শতাব্দীতে মণ্ডলী বিভিন্ন বর্বর জাতি গোষ্ঠির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তেমনি বিভিন্ন ভ্রান্ত ধর্মমতবাদের তীব্র বিরোধিতায় মণ্ডলী অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথম আঘাত এসেছিল কনষ্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) এর প্রধান বিশপ নেষ্টোরিয়াস এর কাছ থেকে। তাঁর মতবাদের মূলকথা হলো: "যিশুর মধ্যে দুই প্রকার ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান- একটি ঐশ-ব্যক্তিত্ব, অপরটি মানব ব্যক্তিত্ব"। আসল কথা হলো, যিশু এক এবং অভিন্ন নন। দুই প্রকার ব্যক্তিসত্তা সম্পন্ন যিশু ঈশ্বর এবং যিশু মানুষ। সতরাং কুমারী মারীয়া শুধু মানব যিশুর মাতা। ঈশ্বর যিশুর মাতা নন। নেষ্টোরীয় মতবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য ৪৩১ খ্রিস্টব্দে এফেসাসে একটি ধর্মমহাসভা অহ্বান করা হয়। ধর্মসভায় সমবেত বিশপ এবং ধর্মাচার্যগণ এই সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, নেষ্টোরিয়াস এর মতবাদ সম্পূর্ণ বর্জনীয় এবং কুমারী মারীয়াকে 'ঈশ্বর-জননী' বলে সম্বোধন করাই যুক্তিসঙ্গত। বলাবাহুল্য, পোপ প্রথম সেলেষ্টাইন প্যাট্রিয়ার্ক অর্থাৎ বিশপ নেষ্টোরিয়াসকে ৪৩১ খ্রিস্টাব্দে মণ্ডলীচ্যুত করেন। পরে অবশ্য তাঁর অনুসারীরা এবং শিষ্যগণ কাথলিক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে নেষ্টোরীয় মত প্রচার করতে থাকেন। আজ পর্যন্ত তাঁদের প্রবর্তিত মতবাদ তুরস্ক, ইরান, ইরাক এবং দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে প্রচলিত আছে। দ্বিতীয় আঘাতটি আসে কনষ্টান্টিনোপলের (ইস্তাম্বুল) একটি ধর্মমঠের অধ্যক্ষ ইউটিকিস এর কাছ থেকে। তাঁর মতে 'যিশু শুধু ঈশ্বর, তিনি প্রকৃত মানুষ নন'। এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ ভুল; কারণ মণ্ডলীর চিরন্তন শিক্ষা- যিশুতে একটি ব্যক্তি (ঐশ ব্যক্তি এবং দুই স্বভাব আছে- যথা ঈশ্বরীয় এবং মানবীয় স্বভাব। মতটি বিশ্লেষণ করে দেখার জন্য ৪৫১ খ্রিস্টব্দে কালসিডন ধর্মমহাসভা আহ্বান করা হয় এবং উক্ত মতবাদটি ভ্রান্ত বলে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে এই একস্বভাববাদীদের (মোনোফিজাইটস) প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তার লাভ করে। বিশেষ করে সিরিয়া এবং মিশরে (কপটিকদের মধ্যে)। বর্তমানে অরিয়েন্টল অর্থডক্স খ্রিস্টানগণ উক্ত মতবাদের একাংশ এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের মতবাদ ও নিয়মে থেকে কাথলিক মণ্ডলীর সাথে যুক্ত।

একাদশ শতকের বিভাজন: সাধারণত অর্থডক্স এই নাম ব্যবহার করা হয় সেইসব প্রাচ্য মণ্ডলী সম্বন্ধে যারা ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে রোমান কাথলিক মণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে ল্যাটিন ও গ্রীক মণ্ডলীর মধ্যকার ফারাক বাড়তেই থাকে। এর মূল কারণগুলো ছিল একাধারে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মতাত্ত্বিক। ল্যাতিন মণ্ডলী পাশ্চাত্তের মণ্ডলীকে বলা হয়। ধর্মীয় ও উপাসনার ভাষা হলো ল্যাটিন। অপর দিকে গ্রীক মণ্ডলী প্রাচ্যের মণ্ডলীকে বলা হয়। ধর্মীয় ও উপাসনার ভাষা হলো গ্রীক। তাছাড়া পাশ্চাত্যের রোম ও প্রাচ্যের কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাটদের মধ্যকার রাজনৈতিক উত্তেজনা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মণ্ডলীর বিভাজনে পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল। প্রাচ্যের সম্রাট কনষ্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্কদের নিজের ইচ্ছামত মনোনীত ও বাতিল করতেন। উপাসনা ও ধর্মমত-সংক্রান্ত ভিন্নতাই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মণ্ডলীকে পরস্পরের প্রতিপক্ষের ভূমিকায় অবতীর্ণ করে ছিল। নাইসিয়ান বিশ্বস মন্ত্রে

'Filioque ' 'এবং পুত্র হতে জাত', তাদের মতে, পবিত্র আত্মা-পিতা ও পুত্র থেকে জাত নন, তিনি শুধুমাত্র পিতা থেকে জাত । তাই Filioque শব্দটি গ্রীকপন্থীরা গ্রহণ করে নি। তাছাড়া উপবাস, খামিরবিহীন রুটি, যাজকীয় কৌমার্য প্রভৃতি বিষয়ে লাতিন ও গ্রীক মণ্ডলীর মধ্যে মতবিরোধ ছিল। বাইজান্টাইন সম্রাট তৃতীয় মাইকেল ছিলেন লম্পট, নিষ্ঠুর ও অকর্মণ্য, দুর্নীতিপরায়ণ, মদ্য। তখন কনষ্টন্টিনোপল এর প্যাট্রিয়ার্ক (বিশপ) ছিলেন ইগ্নেসিয়াস। তিনি সম্রাট তৃতীয় মাইকেল ও তার মামা বার্ডাসের দুর্নীতি পরায়ণতার জন্য তাদের তীব্র ভর্ৎসনা করেন। সেজন্য সম্রাট তাঁকে নির্বাসিত করেন। দুশ্চরিত্র সম্রাট, ফোসিয়স নামে একজন রাজকর্মচারীকে ছয় দিনের মধ্যে পুরোহিত ও বিশপ পদে নিযুক্ত করে তাঁকে কনষ্টান্টিনোপল এর প্যাট্রিয়ার্ক পদে অধিষ্ঠিত করেন *(৮৫৮ খ্রিস্টাব্দ)*। বলাবাহুল্য, পোপ নিকোলাস এই মনোনয়নকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেন। অপর দিকে সভা আহ্বান করে ফোসিয়াস পোপের অনুশাসন ও কর্তৃত্ব বর্জন করেন। এর মধ্যদিয়ে পাশ্চাত্যে রোমান কাথলিক মণ্ডলী ও প্রাচ্য বাইজান্টাইন মণ্ডলীর মধ্যে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়ে টানাপোরনের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে, পোপের প্রতিনিধি কার্ডিনাল হিউম্বার্ট এবং সেন্ট সোফিয়ার প্যাট্রিয়ার্ক মাইকেল সেরুলারিউস একে অপরকে মণ্ডলীচ্যুত করার মধ্যদিয়ে। যা এখনও বিদ্যমান।

ষোড়শ শতকের বিচ্ছেদ : পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের আর্বিভাব ঘটে। ইউরোপের প্রবল কর্তৃত্ব ও প্রভাবশালী শক্তি, তথা- পোপতন্ত্র ও জার্মান সাম্রাজ্যের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পরে। এর ফলশ্রুতিতে এক সুগভীর সাংস্কৃতিক নবায়নের সূচনা হয় যা ইতিহাসে রেনেসাঁ নামে আখ্যায়িত। অন্যদিকে যাজকদের শৃঙ্খলাহীন জীবন যাপন ও শ্রেণী বেষম্য, পোপতন্ত্রবাদ ও দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো ধর্মসংস্কারের দিকে ধাবিত করে। নবজাগরণের ফলে ইউরোপে শিক্ষা-সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র ও ঐশতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকে প্রচলিত ধর্মীয় তত্ত্ব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে এবং ধর্মের নিন্দায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আউগসবার্গের শান্তি চুক্তির মাধ্যমে প্রটেস্ট্যান্টগণ কাথলিকদের মত সমঅধিকার লাভ করে।

মার্টিন লুথার : লুথার ছিলেন আগষ্টিনিয়ান ধর্মসংঘের একজন কাথলিক যাজক এবং উইটেমবার্গ (wittemberg) বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐশতত্ত্বের অধ্যাপক। তাঁর মূল বিতর্কিত বিষয়বস্তু হল- মানুষের স্বভাব বিকৃত হওয়ায় সে পাপে নিমজ্জিত থাকবে। মানুষ নিজের শক্তিতে সৎকর্ম সাধন বা ঐশবিধি পালনে অসমর্থ, সেজন্য সে মুক্তি পেতে পারে না। সুতরাং তাকে শুধু ঈশ্বরের দয়ার উপর নিভর করতে হয়। সৎ কর্ম সাধন, একমাত্র খ্রিস্টে বিশ্বাস স্থাপন করলেই মানুষ মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। পোপ দশম পিউস *(১৫২০ খ্রিস্টাব্দ)* বাধ্য হয়ে লুথারের মতবাদ ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করেন এবং তাকে মণ্ডলীচ্যুত করেন। পরবর্তীতে তাঁর অনুসারীদের প্রটেস্ট্যান্ট নামে অভিহিত করা হয়। জার্মানীতে তিনি নতুন মণ্ডলী স্থাপন করেন এবং অনেকে তাঁর মতবাদ গ্রহণ করে।

জন ক্যালভিন : জন্মসূত্রে তিনি ফরাসী কাথলিক, আইনবিদ্যা পড়ার পর *(১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দ)* নিজ ধর্ম ত্যাগ করে ধর্মসংস্কার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে প্রেসবিটেরিয়ান মণ্ডলী গড়ে তুলেন। যা স্কটল্যান্ড, ফ্রান্স, বহি-মিয়া, পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীর মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরে।

রাজা অষ্টম হেনরী : রাজা অষ্টম হেনরী তাঁর পুত্রসন্তানহীন স্ত্রী স্পেন রাজ কন্যা ক্যাথরিনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদে পোপ মহোদয়ের কাছে অনুমোদন না পাওয়ায় ১৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বভৌমরাজ ক্ষমতার আইন বলবৎ করে নিজেকে অ্যাংলিকান মণ্ডলীর অধিপতি বলে ঘোষণা করেন। তাই অ্যাংলিকান মণ্ডলী পোপের পরিবর্তে রাজাচালিত এক রকম কাথলিক মণ্ডলী বলা যায়।

বিচ্ছিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে ঐক্য প্রচেষ্টা : খ্রিস্টিয় একতা আন্দোলন বলতে - যে আন্দোলন সমস্ত খ্রিস্টসম্প্রদায়ের মধ্যে দৃশ্যমান একতা গঠন করতে প্রয়াসী হয় তাকে বোঝায়। 'যেমন পিতা ও আমি এক, তারাও (আমার শিষ্যেরা) যেন তেমনই এক হতে পারে- যাতে জগৎ এই বিশ্বাস করতে পারে যে সত্যই তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ' *(যোহন ১৭:১১)*। যিশুর এই প্রার্থনা একতা আন্দোলনের মূল প্রেরণা। পঞ্চম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অনেকগুলো বিভাজন বা বিচ্ছেদের পর বেশ কয়েকটি পুনর্মিলনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু কোন ভাবেই স্থায়ী পুনর্মিলন ঘটানো সম্ভব হয়ে উঠেনি। ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে যে দুইব্যক্তিকে একটি বুঝাপড়ায় আসার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল, তারা এ কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন না এবং পুনর্মিলনের পথ আরো জটিল করে তোলেন। তাছাড়া ধর্মযুদ্ধগুলো পুনর্মিলনের পথের ব্যবধান আরও বাড়িয়ে তোলে। ১২৭৪ খ্রিস্টাব্দের লিয়ন এর মহাস-ভা এবং ১৪৩৮ খ্রিস্টাব্দের ফ্লোরেন্স এর মহাসভা গ্রীকপন্থীদের সাথে স্বল্পস্থায়ী পুনর্মিলন ঘটিয়েছিল। কিন্তু উক্ত পুনর্মিলনের চুক্তি বাজেভাবে তৈরি করা হয়েছিল, যা প্রাচ্যের খ্রিস্টভক্তগণ প্রত্যাখ্যান করেছিল।

ঐক্য প্রচেষ্টার অগ্রদূত পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন : পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি একটি বিশ্বজনীন মহাসভা আহ্বানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে এই মহাসভায় কেবল মাত্র 'খ্রিস্টানদের আধ্যাত্মিক মঙ্গল ও আনন্দের জন্যই নয়' বরং বর্তমানকালে বিশ্বব্যাপী লোকেরা যে একতার প্রত্যাশা করে সেই একতা আনয়নকল্পে প্রচেষ্টা চালানোর জন্য তিনি বিচ্ছিন্ন খ্রিস্টান সম্প্রদায়সমূহকে আমন্ত্রণ জানানোর' ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সারা বিশ্বের কাথলিক বিশপদের সাথে প্রটেস্ট্যান্ট ও অর্থডক্স মণ্ডলীসমূহকে একত্রে বসে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা দূর করতে পারেন? পোপের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রটেস্টান্ট ও অর্থডক্স মণ্ডলীগুলো দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভায় নিজেদের সম্প্রদায় থেকে কিছু সংখ্যক পর্যবেক্ষক পাঠান। পোপ মহোদয় সাধু পিতরের মহামন্দিরে মহামান্য কার্ডিনালদের সারির পার্শ্ববর্তী সারিতে তাদের আসন করে দেন। এই পর্যবেক্ষকদের সাহায্য করার জন্য 'খ্রিস্টিয় ঐক্য সম্পর্কীয় বেশ কিছু দলিল মহাসভার পিতৃগণের নিকট উত্থাপিত হয়। প্রাচ্য মণ্ডলী সংক্রান্ত পরিষদ একতার উপর একটি রচনা লেখার প্রস্তাব দেয়; ঐশবিদ্যা সংক্রান্ত পরিষদ প্রস্তাব দেয় যেন মণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের পরিলেখায় প্রটেস্ট্যান্টদের উপর লিখিত একটি অধ্যায় সংযোজন করা হয়। এ সময় 'খ্রিস্টীয় ঐক্য সাধনের নিমিত্ত সচিবালয়' ঐক্য প্রচেষ্টা মূলক কতগুলো সাধারণ নীতিমালা প্রণয়নের খসড়া তৈরী করে। এই সময় হঠাৎ পোপ এয়োবিংশ যোহন মৃত্যুবরণ করায় বেশ কিছুদিন অধিবেশন বন্ধ থাকে। তাঁর দূরদর্শী পদক্ষেপ আন্তমণ্ডলীর মধ্যে একতা আনায়নে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

পোপ ৬ষ্ঠ পল: পোপ যোহনের উত্তরাধিকারী পোপ ৬ষ্ঠ পল পুনরায় অধিবেশন শুরু করেন। মহাসভার পিতৃগণ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ৫টি অধ্যায় সম্বলিত দলিল সকলের সামনে তুলে ধরেন। প্রথম ৩টি অধ্যায়ে ঐক্য প্রচেষ্টার নীতি ও পদ্ধতি এবং কাথলিক মণ্ডলীর সাথে প্রটেস্ট্যান্ট ও অর্থডক্স মণ্ডলীগুলোর সম্পর্ক বিষয়ে। চতুর্থ অধ্যায়টি ইহুদীদের সাথে কাথলিকদের সম্পর্ক এবং পঞ্চমটি ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে লেখা। পরবর্তীতে সদস্যদের বিপুল ভোটে নির্দেশনামাটি গৃহিত হয়। পোপ ৬ষ্ঠ পলই প্রথম যিনি ভাতিকান থেকে বেড়িয়ে আসেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ, স্থান ও ব্যক্তিদের সাথে সম্প্রীতি গড়ে তুলেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে যিশু যেখানে জন্মগ্রহণ, জীবনযাপন, মৃত্যুবরণ এবং পুনরুত্থানের পর স্বর্গারোহন করেছেন, প্যালেষ্টাইনের সেই সব জায়গায় তীর্থযাত্রায় যান। প্যালেষ্টাইন থেকে প্রথম পোপ পিতর রোম নগরে চলে যাওয়ার পর কোন পোপ পুণ্য ভূমিতে যাননি। এমনকি তিনি বাংলাদেশেও থেকেছেন কয়েক ঘন্টার জন্য।

খ্রিস্টিয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় করণীয় হতে পারে : মণ্ডলীর সূচনা থেকেই দলাদলি সৃষ্টি হয়েছিল এবং সাধু পল এই দুষণীয় দলাদলির তীব্র নিন্দা করেছেন। তথাপি এর পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে আরও মারাত্মক মতভেদের সৃষ্টি হয় এবং বড় বড় কতগুলো দল কাথলিক মণ্ডলীর একাত্মতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যার জন্য অনেক সময় উভয় পক্ষেরই দোষ ছিল। ধর্মীয় সংলাপ, উৎসাহপূর্ণ উদ্যোগ ও সুসংদ্ধ কার্যক্রম মণ্ডলীর একতাবদ্ধ হতে একান্ত প্রয়োজন।

১. আমরা বিচ্ছিন্ন ভাইবোনদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবো এবং পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলবো।
২. ঐক্যের জন্য ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রার্থনা করা।
৩. আন্তধর্মীয় বাইবেল শিক্ষার আলোকে সভা বা সেমিনারের আয়োজন করা।
৪. বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে সংঘ, সমিতি স্থাপন।
৫. বিভিন্ন মণ্ডলী বিশেষজ্ঞদের নিজ মণ্ডলীতে বক্তৃতায় ডাকা।
৬. কাথলিক মণ্ডলীতে যে সমস্ত নবায়নের প্রয়োজন তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা।
৭. অন্যান্য খ্রিস্টমণ্ডলীর গির্জাঘর বা উপাসনাগ্রহ দেখতে যাওয়া এবং সেখানে অনুষ্ঠিত উপাসনায় খ্রিস্টপ্রসাদ বা প্রভুর ভোজ গ্রহণ না করে উপস্থিত থাকা।
৮. সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা ও সুসম্পর্ক গড়া।
৯. সমবেতভাবে গণমাধ্যমগুলি গড়ে তোলা যেমন সংবাদপত্র, ভিডিও ইত্যাদি।
১০. ন্যায্যতা ও শান্তির জন্য সমবেতভাবে কাজ করা এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করা।
১১. সততা, ন্যায়পরায়নতা, ঐক্য, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃপ্রেমে আবদ্ধ থেকে একতাবোধ বৃদ্ধি করা।
১২. নিজস্ব মণ্ডলীর বিশ্বাস, ইতিহাস, সমস্যা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান রাখা।

পরিশেষে বলতে চাই একতা বা সংহতি পুনরুদ্ধার করতে হলে বা তা বজায় রাখতে হলে 'একান্ত অপরিহার্য দায়িত্ব ভিন্ন অন্য কোন ভার চাপানো উচিত নয়' *(শিষ্য ১৫:২৮)*। বিভিন্নতা ও বৈসাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও খ্রিস্টিয় ঐক্য সংলাপের পথ ও ভিত্তিকে যতদূর সম্ভব আরো সুগম, সহজ ও মজবুত করা। শ্রদ্ধেয় ব্রাদার জাক শিসার তেজে একজন অ্যাংলিকান মণ্ডলীর সদস্য হয়েও মৃত্যুর আগপর্যন্ত উদারভাবে জাতীয় উচ্চ সেমিনারীতে সেবা দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, পরস্পরকে জানতে ও বুঝতে চেষ্টা করতে হবে এবং একসঙ্গে, এক হয়ে সকলের সামনে ধরতে হবে আমাদের বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা, মুক্তিদাতা যিশুর মঙ্গলবার্তা। একে অপরের প্রতি আস্থা স্থাপন করে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

১. শিলিং এম এস.জে. (অনুবাদক- নয়ন বিশ্বাস এবং): খ্রিস্টমণ্ডলী একাল সেকাল, জয়গুরু ইম্প্রেশন, কলকাতা, ২০০২।
২. আগষ্টিন, জি.: খ্রীষ্ট-মণ্ডলী ইতিহাস, সাধু যোসেফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট অফ্ প্রিন্টিং, কৃষ্ণনগর, ২০০৫।
৩. জেন কমবে (অনুবাদক- কমল এন কস্তা): মণ্ডলী ইতিহাস পরিচিতি, জাতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, যশোর, ২০০১।
৪. সীমা, ফা. ফ্রান্সিস গমেজ (সম্পা.): দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলসমূহ, "খ্রীষ্টমণ্ডলী", কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, ঢাকা, ১৯৯০॥

উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ
চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
রেজিষ্ট্রেশন নং- ৬৯/০৩, মোবাইল: ০১৭৫৩৭০২২৩৭, ০১৭১৭১৫৩১২৩
E-mail: ucbsa_ltd@yahoo.com, ucbssltd@gmail.com

২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং: উ.খ্রী.ব.স.স.লি-এস : ২০২০-২১/২৩ (১ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ) ২৪ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

এতদ্বারা 'উত্তরবঙ্গ খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ', ঢাকা-এর সম্মানিত সকল সদস্যগণকে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ- শুক্রবার, সকাল ৯ টা হতে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত তেজগাঁও চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫-তে সমিতির ২৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য যে, বর্তমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং কমিউনিটি সেন্টারে সান্ধ্যকালীন বুকিং থাকায় সমিতির সভার কার্যক্রম অবশ্যই বিকাল ৩ টার মধ্যে শেষ করতে হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সদস্যগণকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলোচ্যসূচী : সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার জন্য নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়সমূহ।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

[illegible]
সেক্রেটারি
উঃ খ্রীঃ বঃ সঃ সঃ লিঃ

[illegible]
চেয়ারম্যান
উঃ খ্রীঃ বঃ সঃ সঃ লিঃ

অনুলিপি : ১। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, ঢাকা
২। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা
৩। সমিতির নোটিশ বোর্ড
৪। সমিতির অফিস ফাইল

বিশেষ দ্রষ্টব্য:
১. সমবায় সমিতি আইন ২০১৩ এর ৩৭ ধারা মোতাবেক কোন সদস্যের সমিতিতে শেয়ার বা সদস্য সংক্রান্ত অন্য কোন পাওনা বকেয়া থাকলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।
২. সকাল ৯ টার মধ্যে সভায় উপস্থিতি খাতায় স্বাক্ষর করে সদস্যগণকে স্ব স্ব খাদ্য কুপন সংগ্রহ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
৩. সকাল ১০ টার মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত সদস্যদের মধ্যেই কেবলমাত্র কোরাম পূর্তি সাপেক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হবে।
৪. সরকারী স্বাস্থ্য বিধি মোতাবেক সভাস্থলে প্রত্যেক সদস্যের মুখে মাস্ক পরিধান আবশ্যকীয় এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে।

মানবপাচার প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রার্থনা ও সচেতনতা দিবস

সিস্টার যোসফিন রোজারিও এসএসএমআই

কৃতদাসী থেকে সৌভাগ্যবতী যোসেফিন: মাতামণ্ডলী ৮ ফেব্রুয়ারি সাধ্বী যোসেফিন বাকিতার পর্ব পালন করে থাকে। তিনি ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার সুদান দেশে ওলগোসা নামে এক প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকালে তিনি মা বাবা ও ভাইবোনদের ভালবাসায় বড় হচ্ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস; মাত্র ৯ বছর বয়সে তিনি আরব কৃতদাস-ব্যবসায়ীদের দ্বারা অপহৃত হন এবং কৃতদাসী রূপে একাধিকবার বিভিন্ন ধনীলোকদের কাছে বিক্রি হন। কৃতদাসী রূপে তার এ বিড়ম্বনাময় জীবনে এত নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও প্রহারিত হন যে, তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে নিজের নামটা পর্যন্ত ভুলে যান। তার একজন মালিক তাকে 'বাকিতা' (বাংলায় 'সৌভাগ্যবতী') নাম দেন। এ ছলনাময়ী নামের সাথে তার পাওয়া বিদ্রুপ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার কোন মিল ছিল না বটে, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি উপলব্ধি করেছেন তার নামের ভবিষ্যতবাণীর সার্থকতা। যোসেফিন বাকিতা আফ্রিকার বিভিন্ন ভৌগলিক এলাকায় কাজ করেছেন এবং নির্মম কষ্ট সহ্য করেছেন। একসময় এক ইতালীয়ান রাষ্ট্র-দূত তাকে ইতালীতে নিয়ে গিয়ে তার পরিবারকে সেখানে স্থানান্তরিত করেন এবং তার পিতামাতার কাছে ফিরিয়ে দেন। এভাবে সেখানে তিনি লাভ করেন নব জীবন আর হয়ে ওঠেন তার সমগ্র পরিবারের মুক্তিদাতা এবং পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

'স্বাধীন নারী' সিস্টার যোসেফিন বাকিতা: ইতালীর ভেনিস শহরে কেনোসিয়ান সিস্টারদের সহযোগিতায় বাকিতা কোর্ট থেকে মুক্তি লাভের সকল কার্যক্রম শেষ করে স্বাধীনভাবে ইতালীতে বাকি জীবন কাটান। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাপ্তিস্ম ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কেনোসিয়ান সিস্টার হন এবং 'সিস্টার যোসেফিন বাকিতা' নামে পরিচিত হন। তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

পাচারকৃত ভাইবোনদের প্রতিপালিকা সাধ্বী যোসেফিন বাকিতা: মানব প্রেমিক সাধু দ্বিতীয় পোপ জন পল যোসেফিন বাকিতাকে সাধ্বী শ্রেণীভুক্ত করেন এবং ৮ ফেব্রুয়ারি তার পর্বদিন বলে ঘোষণা করেন। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে মাতামণ্ডলী তার পর্বদিনটি প্রথমবারের মত পাচারকৃত ভাই বোনদের জন্য আর্ন্তজাতিক ভাবে প্রার্থনা-অনুধ্যানের জন্য উৎসর্গ ও উদযাপন করেছেন। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস মানব পাচার নামক গর্হিত ও ঘৃন্যতম কাজটি সমাজ থেকে নির্মূল

করে অধিকার বঞ্চিত, নিপীড়িত, বিড়ম্বিত ও বলিকৃত ভাইবোনদের মুক্তি ও এদের পাশে দাঁড়াবার জন্য বিশ্বের নেতানেত্রীদের দৃষ্টি আর্কষণ করেন ও একটি যথাযথ ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। সাধ্বী যোসেফিন বাকিতার কাছে পাচারে স্বীকার হওয়া ভাইবোনদের জন্য পোপ ফ্রান্সিস নিজে বিশেষ প্রার্থনা করেন ও খ্রিস্ট মণ্ডলীর সবাইকে প্রার্থনা করতে অনুরোধ করেন। এই সাধ্বী নিজ জীবনে মানব পাচার নামক নির্মম-যন্ত্রণাদায়ক জীবনাবস্থার শিকার হয়েছেন ও এর বেদনা নিজ জীবনে উপলব্ধি করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে স্বহৃদয়বান ব্যক্তিদের আধ্যাত্মিক, মানসিক, আবেগিক ও নৈতিক সমর্থন, ভালোবাসা, কাউন্সিলিং ও গ্রহণীয়তা তাকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করেছে; তার অভিজ্ঞতা সহভাগিতার মাধ্যমে অন্যদের দৃষ্টি উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছেন বলে তাকে "পাচারকৃত ভাইবোনদের প্রতিপালিকা" বলে অভিহিত করা হয়।

মানব পাচার প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রার্থনা ও সচেতনতা দিবস: সভ্যতা বিবর্জিত জঘন্য অপকর্ম 'মানব পাচার। শোষণ করার উদ্দেশে ভয় দেখিয়ে বা বল প্রয়োগ করে বা অন্য কোন জোড়পূর্বক উপায়ে অপহরণ, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, ক্ষমতার অপব্যবহার বা দুর্বল অবস্থা কাজে লাগিয়ে অর্থ আদান-প্রদান করা একটি অপরাধ। আবার যেকোন প্রকার লোভ দেখিয়ে মানুষ সংগ্রহ, পরিবহন, হস্তান্তর, লুকিয়ে রাখা নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক ব্যধি। ঈশ্বর সম-মর্যাদা দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষনের দায়িত্ব দিয়েছেন সেই মানুষই আজ আরেকজন মানুষকে পণ্য হিসেবে ক্রয়-বিক্রি করছে এবং যেমন তেমন ভাবে ব্যবহার-অপব্যবহার করছে। ঈশ্বর নিজে সৃষ্টিকর্তা হয়ে মানুষের স্বাধীনতাকে সম্মান করেন কিন্তু মানুষ অন্য একজন মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করছে। তারপর জবরদস্তি করে পরিবার থেকে, সমাজ থেকে দূরে নিয়ে এমনকি দেশান্তর করে, কঠিন শ্রম দিয়ে, পতিতাবৃত্তি করতে বাধ্য করছে। তাদের উপর যৌন নির্যাতন বা শ্লীলতাহানি, মারধর, আঘাত বা অন্য কোনো রকম শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন করে তার ক্ষতি সাধন করছে। কাথলিক মণ্ডলীতে পোপ ফ্রান্সিস এ গর্হিত কাজের তীব্র নিন্দা জানিয়ে পাচারকারী ভাইবোনের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মুক্তির জন্য প্রত্যেক মানুষকে জেগে উঠতে উৎসাহিত করছেন। তাই তিনি ৮ ফেব্রুয়ারি সাধ্বী যোসেফিন বাকিতার পর্ব দিনে বিশ্ববাসীদের মানব পাচার বিরুদ্ধ দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করতে আহ্বান জানান।

তালিথা কুম নেটওয়ার্ক: ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস মহোদয়ের অনুরোধে বিশ্বব্যাপী সিস্টার সন্ন্যাস সংঘের মেজর সুপিরিয়রদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভাতিকান কেন্দ্রিক "তালিথা কুম আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক" (Talitha Kum International Network)। এ নেটওয়ার্কের সম্পৃক্ত হয়ে সিস্টারগণ বিশ্বের বুক থেকে মানব পাচার, জোড়পূর্বক অভিবাসন, অনৈতিক ও অন্যায্য মালিক-শ্রমিক সম্পর্কযুক্ত অমানবিক কর্ম পৃথিবী থেকে নির্মূল করার জন্য সেবাকাজ করে

যাচ্ছেন। পবিত্র বাইবেলের আরামেয়িক শব্দ "তালিথা কুম" বাংলায় "খুকু আমি তোমাকে বলছি, তুমি উঠ") গ্রহণ করা হয়েছে (মথি ৫:৪১)। International Union of Superior General (UISG) সম্মিলিত ভাবে মানব পাচার নিরোধের প্রত্যাশায় ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সেবাকাজ আরম্ভ করেন। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে যখন কাথলিক সন্ন্যাসব্রতিনীগণ অনুভব করলেন নারী পাচারের সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকমে বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন থেকে সেবাকাজের অনুপ্রেরণা আরম্ভ হয়। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে মোট ৭৫টি দেশের বেশ কয়েকজন নারী সন্ন্যাসব্রতী সংঘ-প্রধানগণ সম্মেলিতভাবে সিস্টার ইস্ট্রেল্লা কাস্টালনে এর নেতৃত্বে প্রায় ৬০০ সিস্টার একত্রে গুরুত্ব সহকারে কাজ করতে শুরু করেন এবং ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৮০টি দেশের ১১০০ জন সেবাকর্মী সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এশিয়া মহাদেশের ৮টি দেশ এ কার্যক্রম খুবই আন্তরিকতা সাথে কাজ করছেন্। বাংলাদেশে ন্যায় ও শান্তি কমিশন-সিবিসিবি ও বিসিআর এর যৌথ সমর্থনে এবার বাংলাদেশ মণ্ডলীও প্রত্যক্ষভাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে।

তালিথা কুমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য: (১) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্রতধারী/ধারিনী, সামাজিক সংঘটন, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় নেতা নেত্রীদের মধ্যে মানব পাচার বিরুদ্ধ নেটওয়ার্ক তৈরী করা; (২) চলমান কার্যক্রম ও পদক্ষেপগুলো কে আরো শক্তিশালী করা, সন্ন্যাসব্রতী সংঘগুলির মানব সম্পদের অনুকূলকরণ ও তাদের সম্ভাবনাগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগ, প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ, সচেতনতা প্রদান, ভুক্তভোগীদের পূর্ণবাসন ও সংরক্ষণ, এবং পাচার বিরুদ্ধ অফিসিয়াল রিপোর্ট প্রদান; (৩) চলমান ঘটনা বিষয়ে সদস্যাদের জন্য সচেতনতামূলক শিক্ষামূলক প্রোগ্রাম প্রনয়ন ও উন্নয়ন এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাস্তবায়ন; (৪) সদস্যাদের প্রাবক্তিক ভূমিকা বিষয়ে সোচ্চার করে তোলা, শোষণকারী-দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ভাবে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, আইনী সহায়তা দাবী পূরণে সহায়তা এবং নারীদের ক্ষমতায়নে আইনী সহায়তা প্রদান ও পাশে দাঁড়ানো।

বাংলাদেশে মানব পাচারের ভয়াবহ রূপ: বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেস রিপোর্ট অনুযায়ী- মানব পাচারে জড়িত চক্রসমূহ লোভনীয় চাকরি ও সুযোগ-সুবিধার নামে 'মিথ্যাস্বপ্ন' দেখিয়ে বাংরাদেশের লক্ষ-লক্ষ নারী-পুরুষ ও শিশুদের এ পথে নিয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক পাচার, যৌন-দাসত্ব, সংখ্যালঘু ও দুর্বল মানুষদের বেআইনীভাবে ব্যবহার ও নির্যাতন, মানবাধিকার খর্ব, প্রতারণা ইত্যাদির মাধ্যমে কুচক্রীমহল কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে। এদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়েই চলছে এদের দমনের উদ্যোগ না নিলে দেশ ও সমাজ এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হবে। র‍্যাবের রিপোর্ট অনুসারে শুধুমাত্র ডান্স ক্লাবের নামে গত দেড় বছরে সহস্রাধিক নারী পাচার হয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মতে- বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছরে প্রায় ৭ লক্ষ মানুষ অবৈধভাবে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে; এদের একটি বড় অংশ পাচার হয়ে যায়। এসবের মূলে দারিদ্রতা, মিথ্যাস্বপ্ন, কর্ম সুযোগের অভাব, স্বল্পশিক্ষা, পরিবারগুলির ভাঙ্গন প্রক্রিয়া, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা, অভিবাসন নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়কে দায়ী করা যায়। তাই বাংলাদেশ মণ্ডলী মানব পাচারমুক্ত অর্থনীতি গঠনে পোপ মহোদয়ের সাথে "তালিথা কুম নেটওয়ার্ক" এর মূলনীতি অনুসরণ করে সরকার ও মানব পাচারে শিকার ভাইবোনদের পাশে দাঁড়াতে ও তাদের সেবা করতে জোড়ালো ভূমিকা রাখতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে। (তথ্যসূত্র: তালিথা কুম ডেস্ক ইনফরমেশন ও ইন্টারনেট)॥ ~

চট্টগ্রাম আর্চডাইয়োসিস

পুণ্যভূমি দিয়াঙে মা-মারিয়ার তীর্থোৎসব-২০২১ খ্রিস্টাব্দ

মরিয়ম আশ্রম, মরিয়ম ধর্মপল্লী

শিলাক, ফাজিলখাঁরহাট, চট্টগ্রাম-৪৩৭১

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ (শুক্রবার)

মূলভাব : "কুমারী মারিয়ার বিশ্বস্ত রক্ষক সাধু যোসেফ"

২০২১ খ্রিস্টাব্দের তীর্থোৎসব কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে সীমিত পরিসরে ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আয়োজন করা হচ্ছে। এ কারণে এ'বছরের তীর্থোৎসবে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার 'মহাখ্রিস্টযাগ' ব্যতীত অন্যান্য উপাসনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে না।

শুক্রবার : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সকাল (০৯.৩০ মিনিট) : মহাখ্রিস্টযাগ

মূলভাব : কুমারী মারিয়ার বিশ্বস্ত রক্ষক সাধু যোসেফ।

দৃষ্টি আকর্ষণ

১) যেহেতু মাত্র একবেলা, অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার তীর্থোৎসব অনুষ্ঠিত হবে, সেহেতু বুধ বা বৃহস্পতিবার কোন খাবার ও আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে না। অতএব, যারা রাত্রি যাপন না করে তীর্থোৎসবে যোগদান করতে সক্ষম, শুধুমাত্র তাদেরই অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

২) শুধুমাত্র ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার কুপনের বিনিময়ে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হবে তবে কোন আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে না।

৩) স্থানীয়ভাবে ও আশেপাশের এলাকা থেকে যারা তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে আসবেন, তাদেরকে অবশ্যই ব্যক্তিগত মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ৮ ডিসেম্বর ২০২০ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত এক বছর সময়কালকে সাধু যোসেফ-এর বর্ষ রূপে ঘোষণা করেছেন। মানুষের পরিত্রাণ পরিকল্পনায় ঈশ্বরের সাথে নীরব সহকর্মী সাধু যোসেফ-এর অতি সাধারণ জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে ধ্যান করার জন্য পোপ ফ্রান্সিস একটি পালকীয় পত্র লিখেছেন; যার শিরোনাম হচ্ছে 'এক পিতার হৃদয় দিয়ে'।

পরমেশ্বরের পরিত্রাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পবিত্র ব্যক্তিত্ব সাধু যোসেফ কিভাবে তাঁর স্ত্রী ও ত্রাণকর্তা যিশুর মা মারিয়াকে রক্ষা ও সহায়তা করেছেন ও করছেন, তা গভীরভাবে অনুধ্যান করার উদ্দেশে এ বছর মা-মারিয়ার বার্ষিক তীর্থোৎসবের মূলভাব নির্ধারণ করা হয়েছে 'কুমারী মারিয়ার বিশ্বস্ত রক্ষক সাধু যোসেফ'।

যাদের পক্ষে সম্ভব, তাদেরকে তীর্থোৎসবে অংশগ্রহণ করে মারিয়া ও সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় কৃপা ও আশীর্বাদ যাচ্না করার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। যারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না, তাদেরকেও আধ্যাত্মিকভাবে একই উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রীদের সাথে একাত্ম থেকে প্রার্থনা নিবেদন করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

-তীর্থোৎসব পরিচালনা কমিটি

বিশেষ দ্রষ্টব্য : খাদ্য কুপন প্রতিজন ২০.০০ টাকা (বিশ টাকা) মাত্র।

সংগ্রাম

জয় পিউরীফিকেশন

সাধারণত, কোনো কাজে জয় লাভ বা সফল হওয়ার জন্য দৃঢ় মনোবল, শক্তি ও প্রত্যয় এর সাথে অবিরাম প্রচেষ্টা ও লড়াই চালিয়ে যাওয়াকেই সংগ্রাম বলে। সংগ্রামের প্রতিশব্দ হলো: লড়াই, যুদ্ধ, কুস্তি, ঝাঁপিয়ে পড়া। সংগ্রামের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো- struggle. এই সংগ্রাম শব্দটি হিপ-হপ সংস্কৃতিতে বাস্তবে শুরু হয়। মানবজীবনের সাথে সংগ্রাম শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়। প্রতিনিয়ত মানুষকে সংগ্রামী হতে হয়। সংগ্রাম করার মধ্যদিয়ে একজন ব্যক্তি তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। জীবনে সংগ্রাম করা ছাড়া কোনো ব্যক্তি কোনোদিন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। সংগ্রাম বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, যেমন দেশের জন্য, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের জন্য ইত্যাদি। পৃথিবীতে যারা জীবনের লক্ষ্য অর্জনে সফল ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাদের এই সফলতার পিছনে রয়েছে এক ঐতিহাসিক গল্প। আর তাদের এই গল্পের পিছনে রয়েছে সংগ্রাম। কঠোর সংগ্রাম করে তারা আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

আমি এখন ৪জন মহান ব্যক্তির জীবন সংগ্রাম এর বিষয়ে আলোকপাত করবো।

বঙ্গবন্ধু: সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ রেসর্কোস ময়দানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তার সারকথা বাঙালি জনগণকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করা। তিনি বলেছিলেন

"এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম,

এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

তিনি আরো বলেছিলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো। ইনশাল্লাহ!" তার এই ভাষণ শুনে বাংলার মানুষ উদ্দীপ্ত হয়ে সবাই যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতার পেছেনে অদম্য ভূমিকা রেখেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি সংগ্রাম ও লড়াই করেছেন দেশের মুক্তি জন্য। আর তা সম্ভব হয়েছে অবিরাম প্রচেষ্টা ও লড়াইয়ের জন্য।

নেলসন ম্যাণ্ডেলা: নেলসন রোলিহ্লাহ্লা ম্যাণ্ডেলা ছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার গণতান্ত্রিক ভবনের ১ম রাষ্ট্রপতি। ১৯৯৪-১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদের অবসান ঘটিয়ে বহুবর্ণভিত্তিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং আন্দোলন করেছেন। তিনি এই অসহযোগ আন্দোলনের জন্য ২৭ বছর কারাবন্দী হয়েছিলেন তিনি একটা কথা বলেছিলেন, "এমন এক দক্ষিণ আফ্রিকার স্বপ্ন দেখেন তিনি যেখানে সবজাতি সববর্ণের মানুষ সুযোগ নিয়ে এক সঙ্গে থাকতে পারবে, এটা এমন এক আদর্শ যেটির আশায় আমি বেঁচে থাকতে চাই; যদি দরকার হয় এই আদর্শের জন্য আমি মরতে ও প্রস্তুত"। তিনি দেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনে অনেক সংগ্রাম ও লড়াই করেছেন। পরিশেষে তিনি সফল ও জয়লাভ করেছেন।

ম্যাক্সিম গোর্কি: আলেক্সেই ম্যাক্সিমোভিচ পেশকভ বা ম্যাক্সিম গোর্কি ছিলেন একজন রুশ। তিনি একজন লেখক, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী, সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর অনেক বিখ্যাত রচনার মধ্যে মা একটি কালজয়ী উপন্যাস। তাঁর যখন ৯ বছর বয়স তখন তাঁর বাবা মারা যান। তারপর মার সাথে তিনি মামার বাড়ি নিজনি শহরে আশ্রয় নিলেন। কিছুদিন পর তার মা আরেক জনের সাথে বিয়ে হয়ে যান। হঠাৎ করে তার মা মারা যান। তারপর তিনি দাদার বাড়ি থেকে পড়াশুনা করেন। হঠাৎ তার দাদা একদিন ডেকে বললো, তোমাকে এই ভাবে মেডেলের মতো গলায় ঝুলিয়ে রাখতে পারবোনা। এখন থেকে এই বাড়িতে তোমার আর জায়গা হবেনা। তারপর সে ভেজা চোখে মনখারাপ করে বেরিয়ে আসে। তারপর সে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। গোসল নেই খাওয়া নেই পথই হলো তার ঠিকানা। একদিন তিনি পথে ঘুরতে ঘুরতে একটা দোকানে কাজ পেলেন। দিন রাত হাড়ভাঙ্গা কাজ করে নিজের অন্য যোগার করতেন। কিন্তু সে খুবই একাত্মীত্ব বোধ করতেন তার এই নিসঙ্গ জীবনের জন্য। তই একদিন চুপি-চুপি করে একটা পিস্তল নিয়ে নদীর ধারে গিয়ে নিজের বুকের মধ্যে গুলি করলেন। তারপর এক বৃদ্ধলোক দেখতে পেয়ে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং চিকিৎসা করান। যখন গোর্কির জ্ঞান ফিরলো তখন বৃদ্ধলোক তাকে বললেন, এভাবে মৃত্যু তোমার জন্য নয়, যদি মরতে হয় তাহলে দেশের জন্য প্রাণ দাও। সংগ্রাম করে দেশের জন্য প্রাণ দাও। তারপর সে নতুনভাবে জীবন শুরু করেন। গোর্কির তেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিলো না। রোজগার এর টাকা দিয়ে তিনি বই কিনতেন এবং প্রচুর বই পড়তেন। এইভাবে সংগ্রাম ও

যুদ্ধ করে তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। জীবনে চলার পথে তিনি অনেকবার অনেক বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। তবুও তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ও সংগ্রাম করেছেন। আর আজ তিনি একজন সফল ও মহান ব্যক্তি হয়েছেন।

মুক্তিদাতা যিশু খ্রিস্ট : প্রভু যিশু খ্রিস্ট হলেন একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র। ঈশ্বর তাঁকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য। আর যিশু খ্রিস্ট ঠিক তার পিতার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছেন । যিশু খ্রিস্ট সত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছেন। তিনি পাপীদের মনপরিবর্তন করার জন্য তাদের সঙ্গে মিশেছেন ও খাওয়া-দাওয়া করেছেন। আর তা দেখে কিন্তু ফরিশিরা অনেক সমালোচনাও করেছেন। তিনি এই কথাগুলো উপেক্ষা করে তিনি তার কাজ করে গেছেন। আমরা সবাই কম বেশি করগ্রাহক লেবীর সম্পর্কে জানি, তিনি তাঁর বাড়িতে এক মহাভোজের আয়োজন করেন প্রভু যিশু খ্রিস্টের সম্মানে। সেখানে অনেক করগ্রাহক ও বহুলোক নিমন্ত্রিত ছিল। তা দেখে ফরিসির ও তাঁদের দলের কয়েকজন শাস্ত্রী যিশুর শিষ্যদের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলে উঠলেন: ''তোমরা যত করগ্রাহক এবং পাপীদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করছ কেন?'' তখন যিশু বলেন: "সুস্থ যারা, তাদের তো চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন হয় তাদেরই, ব্যাধিগ্রস্থ যারা। আমি তো ধার্মিকদের কাছে নয়, বরং পাপীদের কাছে আহ্বান জানাতে এসেছি!" *(লুক ৫:২৯-৩২)* এছাড়া প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করে নিয়েছেন। সেই কালভারী পর্বত পর্যন্ত মানব জাতির পাপ বহন করেছেন শেষ পর্যন্ত ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেছেন। শুধুমাত্র মানব জাতিকে পাপ থেকে মুক্তি করার জন্য যিশু খ্রিস্ট সংগ্রামের পর সংগ্রাম করে গেছেন। পরিশেষে তিনি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করেছেন এবং মানবজাতির জন্য পরিত্রাণ এনেছেন। উপরোক্ত, ৪জন মহান ব্যক্তির জীবন সংগ্রামের ইতিহাস জানলাম। ৪জন ব্যক্তিই সফল হয়েছেন জীবনে কঠোর সংগ্রামী হওয়ার জন্য। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ন্যালসন ম্যান্ডেলা দেশের জন্য সংগ্রাম করেছেন এবং ম্যাক্সিম গোর্কি নিজের জীবনের জন্য সংগ্রাম করেছেন পরিশেষে যিশু খ্রিস্ট সংগ্রাম করেছেন মানবের মুক্তির জন্য।

উপসংহার: মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক জীব হিসেবে প্রতিনিয়ত আমাদেরকে সংগ্রাম করতে হবে। প্রতিনিয়ত আমাদেরকে সংগ্রামী হতে হবে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সংগ্রাম ও যুদ্ধ করতে হবে। আর এই লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে জীবনে অনেক বাধা ও প্রলোভন আসবে। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "বাঁধা পেলে শক্তি নিজেকে চিনতে পারে, আর চিনতে পারলে তাকে আর ঠেকানো যায় না"। তাই আমাদেরকে দৃঢ় মনোবল ও শক্তি নিয়ে সেই বাঁধাগুলো কাটিয়ে উঠতে হবে। তাহলে জীবনে সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে। আর সেই সফলতা অর্জন করতে হবে সংগ্রাম করার মধ্যদিয়ে। সংগ্রাম করা ছাড়া কোনদিন কোন কাজে সফলতা অর্জন সম্ভব নয়। আর তাই-ফ্রেডারিক ডগলাস বলেছেন, "কোনো সংগ্রাম নেই, কোনো অগ্রগতি নেই"। সুতরাং সংগ্রামকে জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমাদেরকে জীবনে চলার পথে সংগ্রাম করতে হবে। তাই পরিশেষে দুটি গানের লাইন লিখে শেষ করছি।

"তুমি সাথে আছ প্রভু, করি না আর ভয়,
আসুক যত কঠিন বাধা হবে আমার জয়"॥

মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

M.C.B.S.S.LTD.

৯২, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
রেজিঃ নং ৪০৭ (তারিখ ১৯/১০/১৯৯৮)
সংশোধনী নিবন্ধন নং- ২৩ (তারিখ ১৫/০৯/২০০৪)

২০তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

১ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত
তারিখ : ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার, সময় : সকাল ১০:৩০ মিনিট
স্থান : পিলোস সেন্টার (সেন্ট তেরেজা স্কুল), ৬/২/১ বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬

এতদ্বারা মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা-এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সময় : সকাল ১০:৩০ মিনিটে পিলোস সেন্টার (সেন্ট তেরেজা স্কুল), অত্র সমিতির ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ২০তম বার্ষিক সাধারণ সভা স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনুষ্ঠিত হবে। রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে শুরু হবে।

উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল সদস্য-সদস্যাদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড)/পাশ বই এবং সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ স্বাস্থ্যবিধি মেনে যথা সময়ে উপস্থিত থেকে সভাকে সার্থক ও সাফল্যমন্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আদেশ ক্রমে
স্বপন এক্কা
সম্পাদক
মোহাম্মদপুর খ্রীষ্টান বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (১৮/০১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ)

দ্রঃ দ্রঃ

(ক) সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে ১০:৩০ মিনিটের মধ্যে যে সকল সদস্য সদস্যা সভাস্থলে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করবেন, কেবল তাদের মধ্যে কোরাম পূর্তি লটারীর পুরস্কার প্রদান করা হবে।

(খ) সমবায় সমিতি আইন- ২০০১ (সংশোধনী-২০১৩) এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য সমিতিতে শেয়ার, ঋণ ও অন্যান্য কোন প্রকার খেলাপি হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

অনুলিপি
১। সভাপতি/সহ-সভাপতি/কোষাধ্যক্ষ
২। জেলা সমবায় কর্মকর্তা, সমবায় অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। মেট্রোপলিটন থানা সমবায় কর্মকর্তা, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

ফ্লাশব্যাক

যোয়্যান গমেজ (শ্রেয়া)

পিং! ফোনের শব্দে ল্যাপটপের স্ক্রিন থেকে চোখ সরালাম। হোয়াটস অ্যাপ মেসেজ এসেছে নন্দিতার কাজ থেকে। নন্দিতা আমার স্কুল জীবনের বান্ধবী। মেসেজে একটা ফেসবুক পোস্টের লিংক। লিংকে ক্লিক করতেই দেখি কল্পনা ম্যাডামের ছবি। মৃত্যু সংবাদ। ম্যাডাম অনেক বছর ধরেই ক্যান্সারে ভুগছিলেন। কেমোথেরাপিসহ অনেক রকম চিকিৎসা চলছিল। অবশেষে তার যুদ্ধের অবসান হল। একটা ভীষণ কষ্টবোধে আনমনা হয়ে পড়লাম।

ম্যাডাম ক্লাশ থ্রিতে আমার ক্লাশ টিচার ছিলেন। অংক পড়াতেন। ভাল ছাত্রী হিসেবে আমার সুনাম ছিল। ক্লাশ টু পর্যন্ত সবসময় প্রথম হয়েছি। ক্লাশ থ্রিতেও তা ধরে রাখব এই আশা ছিল। কিন্তু কাজটা যত সহজ হবে ভেবেছিলাম, ততটা সহজ হল না। ক্লাসের কেউ-কেউ কল্পনা ম্যাডামের কাছে প্রাইভেট পড়ত। তারা ক্লাশ টেস্ট বা ফাইনাল পরীক্ষার আগে ম্যাডামের কাছ থেকে বিশেষ সাজেশন পেতো। কোন চ্যাপ্টারের কোন অংকটা পরীক্ষায় আসার সম্ভবনা বেশি, কোন্ চ্যাপ্টারের কোন অংশটা বাদ দিলেও চলবে এ রকম কিছু 'বিশেষ টিপস' আর কি। পরীক্ষার খাতা দিলে হয়ত দেখা যেত আমি পেয়েছি ৮৫, আর 'বিশেষ টিপস' প্রাপ্তরা পেয়েছে ১০০। খুব মন খারাপ হতো, মনে হত ওই 'বিশেষ টিপস'গুলো পেলে আমি আরো ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে পারতাম, যে দু'একটা অংক ভুল হয়েছে, সেগুলো হয়তো ভুল হতো না। সেবছর আর প্রথম হওয়া হলো না। প্রথম হলো মুন্নি, আর আমি হলাম সেকেণ্ড। মুন্নি কল্পনা ম্যাডামের কাছে শুধু প্রাইভেটেই পড়ে না, ম্যাডামের বিভিন্ন আচরণে বোঝা যেত উনি মুন্নিকে একটু বিশেষ পছন্দ করেন।

নতুন বছর। ক্লাশ ফোরে ওঠলাম। ভাবলাম এবার বুঝি কল্পনা ম্যাডাম আমাদের আর কোন ক্লাশ নেবেন না। কিন্তু 'অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকিয়ে যায়'- ক্লাশ রুটিনে দেখি কল্পনা ম্যাডাম এবার শুধু অংক না, খ্রিস্টধর্মের ক্লাশও নিবেন। বুঝে গেলাম অংকে ১০০ পেতে হলে আর মুন্নিকে হারিয়ে ক্লাশে প্রথম হতে হলে আমাকে অনেক বেশি কষ্ট আর পরিশ্রম করতে হবে। কষ্ট আর পরিশ্রমের ফলও পেলাম, প্রথম সাময়িক পরীক্ষায় আমি হলাম প্রথম আর মুন্নি হলো সেকেণ্ড। এরপর দেখা শুরু করলাম কল্পনা ম্যাডামের অন্যরকম রূপ। 'কথা, লেখায় ভুল আছে' এখানে 'অতএব না হয়ে সুতরাং হবে' এরকম ছোটখাটো ভুলের জন্য উনি আমার পুরো অংক কেটে দিতে লাগলেন। তাও আমার ভাগ্য কিছুটা ভালো ছিল যে, বিষয়টা ছিল অংক। নিজের মন মত মার্কিং করার সুযোগ খুব একটা ছিল না। আমাকে বেশি বিপদে ফেলল খ্রিস্টধর্ম বিষয়টা। যত ভাল করেই উত্তর লিখি না কেন, ম্যাডামের সেটা পছন্দ হয় না, আর উনি ভাল নম্বরও দেন না। এত কিছুর মাঝেও মনোবল হারালাম না। ঈশ্বরও আমার সহায় ছিল। যেদিন দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষার খাতা দিল, সব নম্বর হিসাব-নিকাশ করে দেখা গেল আমি মুন্নির চেয়ে মাত্র দুই নম্বর বেশি পেয়ে প্রথম হয়েছি। মনে ভীষণ আনন্দ নিয়ে বাসায় ফিরলাম। তখন কী আর জানতাম পরের দিন কী হতে চলেছে। পরদিন ক্লাশে গিয়ে শুনি মুন্নির নাকি অংকে কোথাও মার্কিং এ ভুল ছিল, ওর নম্বর পাঁচ বেড়ে গিয়ে সে প্রথম হয়ে গিয়েছে আর আমি হয়ে গিয়েছি সেকেণ্ড। আমার নয় বছরের ছোট্ট জীবনে আমি বোধহয় সেদিন সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম। অনেক প্রশ্ন ঘুরছিল মাথার মধ্যে - আসলেই কী মুন্নির খাতায় নম্বর দেয়া ভুল হয়েছিল? তাহলে সেটা নিয়ে গতকাল কেন কেউ কিছু বলল না? মুন্নিকে প্রথম বানানোর জন্য কল্পনা ম্যাডামের কেন এত চেষ্টা? সবচেয়ে বড় প্রশ্নটা ছিল - আমার সাথেই কেন এসব হচ্ছে? আমি কী দোষ করেছি?

এখন এত বছর পরে তো ভেবে হাসিই পাচ্ছে- পরীক্ষার খাতায় কে কত নম্বর পেল, ক্লাশে কার পজিশন কত হল, এইসব কিন্তু কত গুরুত্বপূর্ণ মনে হত তখন। এইসবের জন্য নাকি মন খারাপ করে কান্নাকাটি করতাম। এত বছর পর এটাও মনে হয় এ ঘটনাগুলোর জন্য ম্যাডামইবা কতটুকু দায়ী? নাকি এটা আমাদের দেশের শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন ব্যবস্থার একটা সাধারণ চিত্র, যার বাইরে ম্যাডামও যেতে পারেননি, আসলে স্রোতের বাইরে কজনইবা যেতে পারে? তবে একটা কথা মানতেই হবে- এরকম ছোটখাটো (তখন যদিও অনেক বড় মনে হত) বাধা-বিপত্তি, অনাকাঙ্ক্ষিত চ্যালেঞ্জগুলোর আসলে দরকারও ছিল। নয়তো নিজের সর্বোচ্চে তো যাবার চেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম করার সংকল্প, কিছুতেই হার না মানার মানসিকতা আমার মধ্যে হয়ত কখনোই গড়ে উঠত না। ক্লাশ ফাইভে উঠার পর কল্পনা ম্যাডামের আর কোন ক্লাশ পাইনি। বিভিন্ন স্যার-ম্যাডামদের কাছে মুন্নির প্রাইভেট পড়া কখনোই বন্ধ হয়নি, কোন 'বিশেষ টিপস' ছাড়াই ক্লাশে প্রথম অবস্থান ধরে রাখার আমার যে যুদ্ধ তা কখনোই সহজ হয়নি, বরং দিনের পর দিন কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছে। কিন্তু আমি হার মানি-নি। মুন্নিও আমাকে টপকে আর কখনোই প্রথম হতে পারেনি। আমার সে হার না মানার জেদই আমাকে এইচএসসি পর দেশের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন বিদ্যাপিঠে ভর্তি হওয়ার ও পড়াশুনা করে প্রকৌশলী হওয়ার যোগ্য করে তুলেছিল। তবে ম্যাডামকে কখনো বলা হয়নি উনি নিজের অজান্তেই আমার কত বড় উপকার করেছেন। জীবনে যত বাধাই আসুক না কেন তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, ভেঙ্গে পড়া যাবে না ম্যাডামের কারণে সেই শিশু কালেই আমি তা বুঝে গিয়েছিলাম। ম্যাডামের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পিং! ইমেইলের শব্দে বাস্তবে ফিরে এলাম। অফিসের টিম লিডার জরুরি ইমেইল করেছেন- এখনই রিপ্লাই দিতে হবে। কল্পনা ম্যাডামের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে দুটো প্রণাম মারীয়া বলে ইমেইলের রিপ্লাই টাইপ করা শুরু করলাম- Dear Sir... ॥ ৯

আধ্যাত্মিক একাত্মতা ও রূপান্তরমূলক পরিবর্তন

১. কারাগারে বন্দিদের সাথে সাক্ষাতের সময় একজন বন্দি পবিত্র সাক্রামেন্ত গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করে। ইতোমধ্যে তার বন্দিজীবনে নয়টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু মামলার বিচারকাজ এখনও চলমান আছে। দীর্ঘসময় সে পবিত্র সাক্রামেন্ত গ্রহণ করতে পারেনি। দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকালেও কারাকর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া যায়নি। অনেক আলোচনা করে বড়দিনের সাক্ষাতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাওয়া গেল। তবে ত্রিশ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে । এদিকে বড়দিনের কেক কাটবেন কারাকর্তৃপক্ষ, এরপর অন্যান্য বন্দিদের মাঝে বড়দিনের উপহার বিতরণ করা হবে। ইতোমধ্যে খ্রিস্টভক্তসহ কারাবন্দিদের একটি দল দরবার কক্ষে উপস্থিত হয়েছে। প্রথমে খ্রিস্টান বন্দিরা পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করল তারপর অল্প সময়ে খ্রিস্টযাগ সমাপ্ত হয়েছে। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণের সময় সকলের চোখে জল দেখেছি, অন্যদিকে খ্রিস্টকে গ্রহণ করে সকলের চেহারায় আনন্দের প্রকাশ ছিল। বিদায়ের সময় খ্রিস্টভক্ত বন্দির অনুভূতি অনেকটা এমন ছিল- "মূল্যবান কিছু পেতে পেতে হঠাৎ যখন বঞ্চিত হই তখনই গুরুত্ব বুঝতে পারি।" বিভিন্ন কারাগারে বন্দিদের সাক্ষাৎকালে প্রায় সময় একই উপলব্ধি সহভাগিতা করেছে। কারাবন্দিরা নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুশীলন থেকে বঞ্চিত থাকে। তারা জানে না আবার কখন খ্রিস্টকে গ্রহণ করতে পারবে। তবে আধ্যাত্মিক একাত্মতায় তারা খ্রিস্টের সাথে যুক্তই আছে। কভিড-১৯ সংক্রমণ যেন দ্রুত বিস্তারিত না হয় সেজন্য আমরা নিজ বাড়িতে অন্তরীণ ছিলাম। যা আমরা অবজ্ঞা করে চলতে পারছি না। এ সময়টা কিছুটা কারাবন্দির মতোই আছি। এ সময় নিয়মিত খ্রিস্টযাগে যোগদান করে আধ্যাত্মিক অনুশীলন আমরা করতে পারছি না, কিন্তু আমরা খ্রিস্ট ও খ্রিস্টভক্তদের সঙ্গে আধ্যাত্মিকভাবে একাত্মই থাকতে পারি।

২. খ্রিস্টীয় ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ে অনেক সাধুজন আধ্যাত্মিক সাধনায় সন্ন্যাস জীবনযাপন করতেন। তারা স্বেচ্ছায় মরুপ্রান্তরে ছোট ছোট ঝুপড়িতে একা একা ধ্যানমগ্ন থাকতেন। পাশাপাশি ৫/৬জন সন্ন্যাসী অবস্থান করলেও পরস্পরের সাথে অতি প্রয়োজন ছাড়া দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। একজন পথিক যাত্রাপথে পাশের সন্ন্যাসীর ঝুপড়ির সামনে ঝুড়িতে কিছু আঙ্গুর ফল রেখে গেল, এমনটি প্রচলিত ছিল। সন্ন্যাসী তার ঝুপড়ির সামনে সুস্বাদু আঙ্গুরের ঝুলি পেয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি চিন্তা করলেন- রাস্তা থেকে আমার ঝুপড়িই প্রথম। পথিকরা আমার কাছে যখন-তখন আবারও কিছু নিশ্চয়ই রাখবে। আমি বরং পাশের সন্ন্যাসীকে আঙ্গুরগুলো দিয়ে আসি। পাশেরজন তার ঝুপড়ির সামনে লোভনীয় আঙ্গুর দেখে খুব খুশি হলেন। তিনি চিন্তা করলেন- বেশ ভালই হলো পাশের সন্ন্যাসী দেখছি কয়েকদিন যাবৎ অসুস্থ, আঙ্গুরগুলো এসময় তার সুস্থতার জন্য উপকারী হবে। এবার অসুস্থজন আঙ্গুরের ঝুড়ি পেয়ে ভাবলেন- আমার পাশে যুবক সবেমাত্র সন্ন্যাস জীবনে যোগ দিয়েছে তার নিশ্চয়ই ভালকিছু খেতে ইচ্ছে করছে। তিনি আঙ্গুরের ঝুড়ি যুবকের ঝুপড়ির সামনে রেখে গেলেন। এদিকে যুবক সন্ন্যাসী চিন্তা করল- আমার সামনে অনেক সময় আছে; আমি বরং পাশের প্রবীন সন্ন্যাসীকে আঙ্গুরগুলো দিয়ে আসি। এবার প্রথম সন্ন্যাসী দেখলেন- ঝুড়ি ভর্তি লোভনীয় আঙ্গুর ফল তার ঝুপড়ির সামনেই আছে। সন্ন্যাসীরা ধ্যান-সাধনার উদ্দেশ্যে সামাজিক দূরত্ব, সঙ্গনিরোধ, বিচ্ছিন্ন থাকা এবং বন্ধাবস্থা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। তথাপি তারা আধ্যাত্মিক একাত্মতায় পরস্পরের কাছে আছেন। বিভিন্ন কারণে মানুষ বিচ্ছিন্ন বা দূরত্বে থাকতে পারে। তবে পরস্পরের প্রতি যখন ভালবাসা থাকে, অন্যের উপকার করার মনোভাব থাকে এবং অন্যর জন্য মঙ্গলকাজ করে তখন আধ্যাত্মিক একাত্মতায় থাকতে পারি।

৩. করোনাভাইরাসটি নির্মুল করার যুদ্ধসময়ে বিশ্বাসের ঐতিহ্যগত 'আধ্যাত্মিক একাত্মতা' অনুশীলন নিসন্দেহে বুদ্ধিমানের আহ্বান। তৃতীয় শতাব্দীর প্লেগ মহামারীর সময়টা সাধু সিপ্রিয়ান মানুষের অন্তরে বিশ্বাস ও আশা জোরদারের সুযোগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে তিনি প্রচুর সাহস এবং বিপুল আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন- 'এটা কতই না আধ্যাত্মিক মহিমা' যা 'ধ্বংস ও মৃত্যুর আক্রমন" এর সামনে জীবন্ত বিশ্বাস নিয়ে অবিচল থাকা। ভয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হওয়ার পরিবর্তে বিশ্বাসে শক্তিশালী হতে 'সুযোগটি আলিঙ্গন করা' দরকার। আধ্যাত্মিক অনুশীলন হিসেবে পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ও খ্রিস্টের উপস্থিতি অভিজ্ঞতা করার বিকল্প কিছুই নাই। কিন্তু মহামারী সময়ে 'আধ্যাত্মিক একাত্মতা' প্রথমে অর্থহীন বিকল্প হিসেবে মনে হতে পারে কিন্তু নিজেরা অভিজ্ঞতা করতে পারব যে এটি সত্যিই ঈশ্বরের একটি অসাধারণ অনুগ্রহ। অনেক শতাব্দী পর্যন্ত সাধু ও ধর্মতত্ত্ববিদরা নিজেরা অভিজ্ঞতা করেছেন ও বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছেন। আভিলার সাধ্বী তেরেজা অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন- যখন তুমি পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে পার না, খ্রিস্টকে গ্রহণ করার সুযোগ পাও না, তখন খ্রিস্টের সাথে 'আধ্যাত্মিক একাত্মতা' অভ্যাস করবে। তখন দেখবে খ্রিস্টের ভালবাসায় দিনে দিনে তুমি আপ্লুত হতে থাকবে। একা কারাবন্দি অবস্থায় ক্রুশভক্ত সাধু যোহন একটি কবিতায় লিখেছেন- জীবন্ত জলের ঝর্ণা বিশ্বাসীর অন্তরে সর্বদা সঞ্চারিত হয়, এমনকি বিশ্বাসের অন্ধকার সময়েও। বুলগেরিয়ার একজন বিশপ বহু বছর আগে বলেছেন- তার দেশে কমিউনিস্ট নির্যাতনের সময়কালে অনেক পুরোহিত রাজপথে প্রাণ দিয়েছে অথবা কারাগারে বন্দি ছিল। এমন অবস্থায় পুরোহিত ছিল না। বিশ্বাসী খ্রিস্টভক্তগণ যখন পাপস্বীকার করতে ইচ্ছা করত তখন তাদের পরিচিত পুরোহিতের কবরে গিয়ে ঈশ্বরের কাছে পাপস্বীকার করত। পবিত্র ক্রুশ সংঘের অর্থাৎ আমার সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ফাদার বাসিল আন্তনী মরো'ও স্বেচ্ছায় 'একা অন্তরীণ' ধ্যান প্রার্থনা কাটাতেন। তিনি মাঝে মাঝে ফ্রান্সের এক নিভৃত ছোট পল্লীর এই বাড়িতে প্রার্থনারত একা থাকতেন কিছু দিন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই সেখানে আমি গিয়েছি এবং একটি ক্ষুদ্র দলের সাথে প্রার্থনা করেছি।

৪. মরুভূমিতে খ্রিস্ট যিশুর একাকী অভিজ্ঞতা ও তাঁর ধর্মনিষ্ঠার পরীক্ষা

(মথি ৪:১-১১) ঘটনা আমার জানি। মরুপ্রান্তরে দীক্ষাগুরু যোহনের বাণীপ্রচারের গল্পটি আমাদের স্মরণ আছে *(৩:১-১০)*। ইহুদী ধর্মনেতাদের ভয়ে শিষ্যরা 'দরজা বন্ধ করে' একত্রে ছিল এবং তারা যিশুর দেখা পেয়েছে *(যোহন ২০:১০)*। তারা অন্যান্য লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। বাইবেল আমরা পড়ি আরও একবার শিষ্যরা কীভাবে 'একত্রে অন্তরীণ' অবস্থায় সেই 'উপরের ঘরে' ছিল । লক্ষণীয় বিষয় এবার তারা ভয়ে তাদের হৃদয় হিমশীতল হতে দেয়নি বরং পবিত্র আত্মার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল *(শিষ্যচরিত ১:১২-১৪, ২: ১-১২)*। পবিত্র বাইবেলে অন্ধ বার্তিমেয় *(মার্ক ১১০:৪৬)*, অসুস্থ মহিলা, অনিহুদী স্ত্রীলোক *(মার্ক ৭:২৪-৩০)* এমন অনেকে সামাজিক কারণে যিশুর কাছে যেতে পারেনি। কিন্তু তারা যিশুর নিরাময় কৃপা লাভ করেছেন কারণ তাঁর সাক্ষাৎ লাভের তাদের অন্তরে গভীর ইচ্ছা ছিল। যিশুর সাথে তারা আধ্যাত্মিক একাত্মতায় ছিল। অন্যদিকে করগ্রাহক ও পাপীরা *(লুক ১৫:১-১০)* গভীর আগ্রহ নিয়ে যিশুকে গ্রহণ করতে অপেক্ষা করেছে, যখন সুযোগ পেয়েছে তখন যিশুর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়নি। হারানো ছেলে 'বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন' করে বাবার ভালবাসা আবিস্কার করেছে এবং অন্তরে আধ্যাত্মিক একাত্মতা জাগ্রত হয়েছে; অন্যদিকে বড়ছেলে বাবার সাথে একই বাড়িতে থেকেও অন্তরে বাবার ভালবাসায় একাত্ম হতে পারেনি *(লুক:১৫:১১-৩২)*।

৫. করোনাভাইরাস সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য মানুষের জীবন সামাজিক দূরত্ব, সঙ্গনিরোধ, বিচ্ছিন্ন থাকা এবং বন্ধাবস্থা এই চারটি পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আমরা সকলে তা অভিজ্ঞতা করেছি। এমন অবস্থায় খুব সহজেই আমাদের ভিতরে ভয়, ক্রোধ, তিক্ততা, অভিযোগ এবং হতাশার মনোভাব প্রবলভাবে প্রতিপালন করতে পারে। শিষ্যদের অন্তরীণ থাকার কী বিশেষত্ব ছিল যা তাদের অভিজ্ঞতাকে পুরোপুরি রূপান্তরিত করেছিল। আমরা পড়েছি 'কয়েকজন স্ত্রীলোক এবং যিশুর মা মারীয়ার সাথে শিষ্যরা একত্রে প্রার্থনারত ছিল' *(শিষ্যচরিত ১:১২-১৪)*। প্রার্থনা আমাদের জন্য বিরাট আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য যা বিভিন্ন সময় দেখি ও অভিজ্ঞতা করছি। একটি অন্ধকার ও বিরক্তকর অভিজ্ঞতা যা আমাদের কাছে অভিশাপের মত হতে পার। ঐ মুহূর্তে প্রার্থনা আমাদের জীবনে গভীর অভ্যন্তরীণ রূপান্তর আনে, শান্তির সূচনা করে। এমন কী কিছু সময় পরে অপ্রত্যাশিত আনন্দ ও আশীর্বাদের অভিজ্ঞতা করতে পারি। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও মহা ব্যস্ততা থেকে বাধ্য হয়ে দূরে আছি যেখানে আমরা 'বিশ্বটা অবরুদ্ধ' বা 'পৃথিবীটা মনেস্টারি' ভাবছি। করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষা পেতে অবরুদ্ধ সময় বাধ্য হয়ে মানবিক কর্মব্যস্ততা থেকে বিরতি নিয়ে ধ্যানময় বিশ্রামে সময় কাটাতে সুযোগ পেয়েছি। এমনও হতে পারে অবশেষে সৃষ্টিকর্তা বিশ্বের এমন পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে হুমকিস্বরূপ ঘাতক ভাইরাসটি দুনিয়া থেকে নির্মুল করবেন। আমাদের বিশ্ব, আমাদের সমাজ, আমাদের মণ্ডলী হয়ে উঠবে পুনর্নবীকরণ, ব্যাপক রূপান্তরিত যা আমরা কল্পনাও করতে পারছি না।

৬. এই অবরুদ্ধ সময় আমাদের ভাবতে সুযোগ দিয়েছে- শুধু পেশাগত কাজে ডুবে কাজপাগল (ওয়ার্কএহলিক) হয়ে থাকতে আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি অথচ আমরা কেউ কেউ তা-ই করে থাকতে পছন্দ করি। পোপ ফ্রান্সিস আমাদেরকে এ বছরের প্রথম দিন 'যত্নের সংস্কৃতি' গড়ে তুলতে পরামর্শ দিয়েছেন, ধরিত্রির সুরক্ষা করা ঈশ্বরের নিকট থেকে প্রাপ্ত দায়িত্ব। পিতা ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টি কাজে বিশ্রাম নিয়েছেন, বিস্ময়বোধ প্রকাশ করেছে 'সত্যিই তা খুব ভালই হয়েছে।' ধর্মীয় শিক্ষায় প্রতি সপ্তাহে একদিন বিশ্রাম দিবস উদ্‌যাপনের নির্দেশনা আমরা পেয়েছি। তাতে আমাদের ক্ষতবিক্ষত অন্তরের পরিবেশ, মানব পরিবেশ ও প্রকৃতি পরিবেশ নিরাময় হতে পারে। এমন বিশ্রাম উদ্‌যাপন অনূৎপাদনশীল ও নিষ্প্রয়োজন নিষ্ক্রিয়তা বা কর্মহীনতার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, স্বতন্ত্র মনে করতে হবে। যা অন্য রকম ভাবে আমাদের অন্তরে কাজ করে, যা হচ্ছে আমদের সত্তারই নবায়ন *(লা.সি. ২৩৭)*।

৭. ঘরবন্দি অবস্থায় আমরাও প্রেরিতশিষ্যদের ও মা মারীয়ার মত নিয়মিত প্রার্থনা ও পবিত্র বাইবেল পাঠ করতে পারি। এমন আধ্যাত্মিক একাত্মতা অনুশীলন করে নিজে রূপান্তরিত হতে পারি ও অন্যকে রূপান্তরিত হতে অনুপ্রাণিত করতে পারি। আমাদের অভিজ্ঞতা আমাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্যদান হবে তখনই যখন- প্রার্থনা, ধ্যান, উপাসনা, ধর্মশিক্ষা ও সংস্কারীয় জীবনের প্রতি আমাদের অনুরাগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। খ্রিস্টীয় বিবাহ, যাজকীয় ও সন্ন্যাসব্রতী জীবনের আহবান সম্পর্কে নবচেতনা ও নবজাগরণ ঘটবে। স্থানীয়, ধর্মপ্রদেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মণ্ডলীর কর্মসূচী ও কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহ বাড়বে। সামাজিক জীবনের সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ বাড়বে। দয়াকর্ম, সাংস্কৃতিক, সৃষ্টির যত্ন ও আধ্যাত্মিক কর্মকাণ্ডের জন্য নতুন উদ্যোগ ও চেতনা সৃষ্টি হবে। খ্রিস্টবিশ্বাসে যাদের স্খলন ঘটেছে, তারা আবার খ্রিস্টীয় জীবনে ও মণ্ডলীর মিলন-সংযোগে ফিরে আসে। আসুন, আমরা আধ্যাত্মিক একাত্মতার অনুপ্রেরণায় থাকি এবং ঈশ্বরের সাথে, নিজের সাথে, অপরের সাথে ও বিশ্বসৃষ্টির সাথে আমাদের সম্পর্ক নিরাময় ও রূপান্তর হতে দিই॥

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩১ জানুয়ারি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
দড়িপাড়া (মনেগ বাড়ী)

আমার বাবা,

বাবা ছাড়া সন্তানের জীবন কতটা নিঃসঙ্গ তা বলার নয়। বাবা তোমার ও ঠাকুর মা, ঠাকুরদাদার আত্মার শান্তির জন্য সব সময় প্রার্থনা করি। বাবা, ঈশ্বরের কাছে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করো ও আশীর্বাদ করো যেন তোমার আদর্শে নিয়মানুবর্তিতায়, আধ্যাত্মিকতায় সুন্দর ও প্রার্থনাপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারি। বাবা, তুমি আমার আদর্শ। অনেক ভালবাসি বাবা তোমাকে।

ইতি

তোমার আদরের
অশ্রু, শ্যামল রিচার্ড, বৃষ্টি, দৃষ্টি।

ভাগ্যের পরিণাম

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এসএমআরএ

ছোট একটি গ্রাম কুসুমপুর। এই কুসুমপুরেই বিকির আনা-গোনা। ছোট বেলাতেই তার মা-বাবা মারা যান এবং সে এতিম হয়ে পড়ে। বিকি দেখতে খুবই সুন্দর ও শান্ত প্রকৃতির। তাই সবাই তাকে খুব আদর করে ও ভালোবাসে।

একদিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় তার চোখ পড়ে একটি মিষ্টির দোকান। মিষ্টির দোকানে ঢুকেই কাউকে কিছু না বলে চুরি করে মিষ্টি খায়। এজন্য সবাই তাকে মারধর করে। কিন্তু হঠাৎ করে পেছন থেকে এক ভদ্রলোক এসে থামিয়ে বলে, ওকে মারছ কেন, ওকে মেরো না ওতো নিষ্পাপ একটি শিশু। এতে সবাই ভদ্রলোকটির ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে যায়।

যাই হোক, এই ভদ্রলোকটিকে বিকির জীবনে এক নতুন জীবন ফিরিয়ে দেন। তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়ে বিকিকে একটি ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন যেন সে ভালোমত পড়াশুনা করে মানুষের মত মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে। সত্যি বিকি মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে বিবিএ পাস করে। ভাগ্যের কি সুখের পরিহাস, তাকে এখন আর কষ্ট করতে হয় না। কিংবা চুরিও করতে হয় না। সে বর্তমানে খুব ভাল চাকুরি করে। ভদ্রলোকটির সাহায্যে বিকির ভাগ্য পরিবর্তন হয়ে যায় অর্থাৎ সে সুখে জীবন-যাপন করছে॥

সর্বে সর্বা মা

মারচেল্লো রোমান বাড়ৈ

সবার কাছে সবার মা এই জগতের আলো,
জীবন দিয়ে তারে আমি বাসবো অনেক ভালো।
মা যে আমার দুঃখের সাথী মা যে পরান পাখি,
মায়ের জন্য এই ধরাতে, তাইতো বেঁচে আছি।
আমার মা কষ্ট করে টাকা রোজগার করে
মা কাজ বেছে নিলো বাবা মরার পরে।
মায়ের দিকে তাকালে আমার অনেক কষ্ট হয়
গর্ব করে বলতে পারি মায়ের পরিচয়।
মায়ের দিকে তাকারে আমার অনেক কষ্ট লাগে,
দুনিয়াতে মা ছাড়া কিছুই নাহি ভাগ্যে।
প্রতিদিন কৃষানে গিয়ে আমাদের অন্ন জোগায়
প্রায়, প্রায়, সর্দি জ্বরে মাকে অনেক ভোগায়।
পড়াশুনার জন্যে আমি, চলে এলাম ঢাকায়,
মায়ের ছবি ডায়রীর পাতায় উকি মেরে তাকায়।
হঠাৎ মায়ের অসুখের জন্য রওনা দিলাম বাড়ী
মাঝ পথে ব্লাস্ট হলো টায়ার চললো না প্রচেষ্টা গাড়ী।
যে করে হোক বাড়ীতে গেলাম,
ইস্ মায়ের কি যে হাল!
লিভার জন্ডিসে শেষ করেছে,
করেছে মাকে কংকাল।
ডাক্তার দেখাই, কবিরাজ দেখাই করেছি কত চেষ্টা
সকাল, দুপুর, বিকেল, রাতে ঔষধ খেতো পাঁচটা
দিশা না পেয়ে দিদি মাকে নিয়ে এলো ঢাকা,
মায়ের কোন পরিবর্তন হয় না যাচ্ছে শুধু টাকা।
ডাক্তার স্কেন করে দেখে, হয়েছে লিভার ক্যান্সার
এ রোগ হলে একবার, নেইতো কোন আনসার।
ডাক্তার বলল এ রোগী, আর বাঁচবে না
দয়া করে এ খবর রোগীকে বলবে না।
ডাক্তার বলল এ রোগীকে চোখে চোখে রাখবে,
লিভার যখন ফেটে যাবে রক্ত বমি করবে।
হাসপাতাল থেকে রিলিজ নিয়ে, চলে এলাম বাড়ী
চিকিৎসায় শেষ হয়েছে, নেইতো কানা-কড়ি।
রাত হলে মা আমার একটুও ঘুমায় না,
পেটে-পিঠে ব্যাথা করে হচ্ছে যন্ত্রনা।
প্রতিরাতে জেগে জেগে মার পাশে থাকতাম
হে যিশু মাকে বাঁচাও, শুধুই প্রার্থনা করতাম।
বৃথাই আমার প্রার্থনা করা, চলে গেল মা,
মায়ের অকাল মৃত্যুতে হচ্ছে যন্ত্রনা।
১৯ জুন বেলা তিনটায় এই পৃথিবী ছেড়ে
নিয়ে গেল ঈশ্বর মাকে, আমাদের এতিম করে।
ঈশ্বরের কি লীলা খেলা,
খেলছে আমাদের নিয়ে,
মা বাবাকে হারানো বেদনা, পুষে রেখেছি বুকে।
ভালবাসি মাগো তোমায়, পারিনি বলতে কখনো;
তোমার ছেলে পূরণ করবে তোমার স্বপ্ন।
আকাশের তারা হয়ে দিও জ্যোতি মোরে,
আমরা যেন বেঁচে থাকি,
তোমার ভালবাসার ডোরে।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

শুধু যিশুতে সংযুক্ত থেকেই আমরা ফলশালী হতে পারি

পোপ ফ্রান্সিস

২৫ জানুয়ারি সাধু পলের মন পরিবর্তনের পর্বদিবসে একত্রিতভাবে সান্ধ্য প্রার্থনা করার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টিয় ঐক্য সপ্তাহের সমাপ্তি হয়। যথারীতি এই প্রার্থনানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় সাধু পলের কবরের ওপর স্থাপিত সাধু পলের বাসিলিকায়। সাধারণত পোপ মহোদয় প্রার্থনা পরিচালনা করলেও বাতের তীব্র ব্যথার কারণে এ বছর তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। তারস্থলে পোপীয় খ্রিস্টিয় ঐক্য কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল কুরট্ কুচ সান্ধ্য প্রার্থনা পরিচালনা করেন, যেখানে বিভিন্ন খ্রিস্টীয় মণ্ডলী ও মাণ্ডলিক দলগুলোর প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। শারিরীকভাবে পোপ মহোদয় উপস্থিত থাকতে না পারলেও তিনি আধ্যাত্মিভাবে ও প্রার্থনায় যুক্ত ছিলেন। তিনি একটি উপদেশবাণী প্রেরণ করেন যা কার্ডিনাল কুচ পাঠ করেন। উপদেশবাণীতে পোপ ফ্রান্সিস সাধু যোহনের মঙ্গলসমাচারের দ্রাক্ষালতা ও শাখা-প্রশাখার রূপকটি তুলে ধরে বলেন, আমরা যদি যিশুর সাথে সংযুক্ত থাকি তাহলেই শুধু বৃদ্ধি পেয়ে ফলশালী হতে পারব।

ঐক্যের তিনটি স্তর : পোপ মহোদয় বলতে থাকেন, এই অপরিহার্য ঐক্য হলো গাছের কাণ্ডের মতই তিনটি মূল অংশ নিয়ে গঠিত। ***প্রথম স্তর হলো- যিশুতে বাস করা,*** যা প্রতিজন ব্যক্তির ঐক্যের পথে যাত্রার সূচনা। যিশুতে বাস করা শুরু হয় প্রার্থনার মাধ্যমে যা আমাদেরকে ঈশ্বরের ভালবাসা অভিজ্ঞতা করতে সহায়তা করে। যিশুতে একনিষ্ঠ হওয়া প্রথম স্তরের ঐক্য। আসলে কাজ করার অনুগ্রহ আমরা লাভ করি যিশুতে বাস করার মাধ্যমে। ***খ্রিস্টানদের মধ্যে একতা ঐক্যের দ্বিতীয় স্তর।*** আমরা একই দ্রাক্ষালতার শাখা-প্রশাখা। তাই লক্ষ্য করা যায় একজনের কাজ আরেকজনকে প্রভাবিত করে। এ পর্যায়েও প্রার্থনা অত্যাবশ্যক আমাদেরকে পারস্পরিক ভালবাসায় পরিচালিত করতে। এটি সহজ কাজ নয় বলে পোপ ফ্রান্সিস ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বলেছেন যাতে করে ঈশ্বরের সন্তানদের সাথে পূর্ণ ঐক্য আনতে অন্যের ও জগত বিষয়ে যে কুসংস্কার আছে তা বাদ দিতে পারি। ***তৃতীয় স্তরটি বিস্তৃত সমগ্র মানবজাতিতে।*** এখানে পবিত্র আত্মা কাজ করেন বলে পোপ মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন। পবিত্র আত্মা আমাদেরকে পরিচালিত করেন শুধুমাত্র যারা আমাদের ভালবাসে তাদেরকেই ভালবাসতে তা নয়; কিন্তু সকলকে ভালবাসতে। সেই উত্তম সামারীয়ের মতো আমরা প্রতিবেশি হয়ে ওঠতে এবং যারা ভালবাসার বিপরীতে ভালবাসা দেখায় না তাদেরকেও ভালবাসার জন্য আহ্বান পেয়েছি।

সাম্প্রতিক সময়ে অনিরাপদ ইরাকের জন্য কার্ডিনাল সাকোর কান্না ও বিশেষ প্রার্থনার শুরু

করোনা মহামারী থেকে মুক্তি ও দেশের জন্য শান্তি কামনা করে কার্ডিনাল লুইস রাফায়েল সাকো ২৫ জানুয়ারি থেকে তিনদিনের উপবাস ও প্রার্থনার বিশেষ অনুষ্ঠান করতে ইরাকের খ্রিস্টবিশ্বাসীদের উদ্বুদ্ধ করেন। এ বিশেষ উদ্যোগের নাম দেওয়া হয়েছিল 'নিনিভের পুনরুত্থান।' যেখানে উপবাসের সাথে প্রতিদিন বিশেষ প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের কথা বলা হয়। কার্ডিনাল উল্লেখ করেন, নিনিভে ছিল খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর মেসোপটেমিয়ার একটি নগরী যেখানে প্লেগ আঘাত হেনে অনেক মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছিল যদিও তা বর্তমান সময়ের কোভিডের মতো নয়। ঐ সময় প্রবক্তা এজিকিয়েল প্লেগ দূর করতে লোকদেরকে তিনদিনের উপবাসের আহ্বান করেন। করোনা মহামারীতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছে সত্য কিন্তু এই কঠিন সময়টিতেই আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সংহতির মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মঙ্গলময়তা আনয়নের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করি। আসুন, আমাদের দেশের শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল অবস্থার জন্য প্রার্থনা করি যাতে করে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংঘাত-সংঘর্ষ দূর হয় ও জীবনহানি হ্রাস হয়॥

- তথ্যসূত্র : news.va

লক্ষীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

৬১/১ সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ২৬/০১/২০২১

এতদ্বারা **"লক্ষীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ"** এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, অত্র ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির বিগত ২৫ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের যৌথ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ০৯ এপ্রিল ২০২১ তারিখ, শুক্র-শনিবার ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর কার্যালয়ে (৬১/১, সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, থানা- সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০) বিকাল ৩টা হতে বিকাল ৬টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ মোতাবেক অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ সাধারণ সভায় ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ২০২১ উপলক্ষে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে উপ-আইনের ১৮ ধারা অনুযায়ী ১(এক) জন চেয়ারম্যান, ১(এক) জন ভাইস-চেয়ারম্যান, ১(এক) জন সেক্রেটারি, ১(এক) জন ম্যানেজার, ১(এক) জন ট্রেজারার ও ০৭(সাত) জন ডিরেক্টর সহ সর্বমোট ১২(বার) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উপ-আইনের ৪১(ক) ও (খ) ধারা অনুযায়ী ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট ক্রেডিট কমিটি ১(এক) জন চেয়ারম্যান, ১(এক) সেক্রেটারি ও ১(এক) সদস্য এবং সুপারভাইজার কমিটির ১(এক) চেয়ারম্যান, ১(এক) সেক্রেটারি ও ১(এক) সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত নির্বাচন প্রক্রিয়াধীনায় আগ্রহী প্রার্থীগণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় নিয়ম-কানুন ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর কার্যালয়ে দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাচনী কমিটির নিকট থেকে যথাসময়ে জানা যাবে।

উক্ত নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে নির্বাচন ও বিশেষ সাধারণ সভার কাজে অংশ গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ করা হইল।

আলোচ্যসূচী:

১ম পর্ব : নির্বাচন, বিকাল ৩টা হতে বিকাল ৬টা পর্যন্ত।

২য় পর্ব : বিশেষ সাধারণ সভা, সন্ধ্যা ৭টায়।

পঙ্কজ পিটার গমেজ
চেয়ারম্যান
লক্ষীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রিপন জেমস কস্তা
সেক্রেটারি
লক্ষীবাজার খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

মট্স ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি
এলটিএমসি ৪৫তম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন ও নবীনবরণ ২০২১

ইনফরমেশন ডেস্ক ▌ গত ০৫ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ মট্স মিলনায়তনে ৪৫তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের ওরিয়েন্টেশন ও নবীনবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন থিওফিল নকরেক, পরিচালক, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (সিডিআই)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জ্যোতি গমেজ, মট্স বোর্ড অব ট্রাস্ট এর সদস্য ও আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস ঢাকা অঞ্চল এবং বার্থা গীতি বাড়ৈ, পরিচালক, কোর দি জুট ওয়ার্কস। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মট্স পরিচালক ডমিনিক দিলু পিরিছ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মট্স'র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক, অর্থ ও প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক, সকল প্রশিক্ষকবৃন্দ, নবীন প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ এবং অভিভাবকগণ। সর্বজনীন প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেদের পরিচয় প্রদান করে এবং মট্স'র পক্ষ থেকে তাদেরকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। শুরুতে উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপক (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ) উপস্থিত সকলকে মট্স প্রাঙ্গণে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানান। নবীন প্রশিক্ষণার্থীরা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করে বলে মট্স এ প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়ে তারা ভাগ্যবান। হাতে-কলমে কাজ শিখে তারা দক্ষতা অর্জন করতে চায় এবং চাকুরী করে পরিবার ও দেশের উন্নয়নে সহায়তা করতে চায়।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জ্যোতি গমেজ, নবীনদের মট্স ক্যাম্পাসে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলতে এবং দক্ষ কারিগর হয়ে উঠতে। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের বোর্ড অব ট্রাস্ট এর সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। অনুষ্ঠানের অতিথি বার্থা গীতি বাড়ৈ তার বক্তব্যে প্রশিক্ষণার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, নিজেদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় দক্ষ কারিগর হয়ে উঠতে হবে এবং পরিবার ও দেশের উন্নতি করতে হবে। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি থিওফিল নকরেক নবীন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থীদের উদাহরণ দিয়ে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অটুট রেখে কঠোর পরিশ্রম করতে বলেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের আরও বলেন তারা ভাগ্যবান তাই প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়েছে। মট্স পরিচালক নবীন প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত এবং অভিভাবকদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন ও শিষ্টাচার মেনে চলতে বলেন। তিনি আরও বলেন, এ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি উৎপাদন কাজের সুযোগ রয়েছে যা প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে প্রশিক্ষণার্থী ও অভিভাবকগণ মট্স ক্যাম্পাস পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী এবং তাদের অভিভাবকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মি: দেবদাস রায় চৌধুরী, সহকারী প্রধান প্রশিক্ষক, এলটিএমসি।

এলটিএমসি ৪২তম ব্যাচের কোর্স সমাপনী সনদ প্রদান অনুষ্ঠান ২০২০

ইনফরমেশন ডেস্ক ▌ গত ২১ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মট্স মিলনায়তনে ৪২তম ব্যাচের কোর্স সমাপনী ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও, চেয়ারপার্সন, মট্স বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মট্স পরিচালক ডমিনিক দিলু পিরিছ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মট্স/ সিটিএসপি'র সকল ব্যবস্থাপকগণ, প্রশিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

সর্বজনীন প্রার্থনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে বিদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে অনুভূতি প্রকাশ করে বক্তব্যে বলা হয়, মট্স তাদের জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে। আজ তারা হাতে কলমে কাজ শিখে দক্ষ হয়েছে। এখন তারা নিজেদের আর পরিবারের বা সমাজের বোঝা মনে করে না। তারা এখন আত্মবিশ্বাসী যে, তারা প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। মট্স এর কাছে তারা চির কৃতজ্ঞ বলে জানায়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রঞ্জন ফ্রান্সিস রোজারিও উপস্থিত ৩৭জন উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। সনদপত্র বিতরণ শেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপদেশমূলক বক্তব্যে তিনি বলেন, বাস্তবক্ষেত্রে এলটিএমসি কোর্সের গুরুত্ব

এবং প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশ ও সমাজের প্রেক্ষাপটে অপরিসীম। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে বলেন যে, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর প্রতি অটুট আস্থা রেখে কঠোর পরিশ্রম করলে উন্নতি নিশ্চিত। তিনি কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি মট্সের আদর্শ নাগরিক হবার জন্য শিষ্টাচার ও মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন প্রার্থনা মানুষকে শক্তি যোগায়, তাই সকলকে নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাসে অবিচল থেকে নিয়মিত প্রার্থনা করতে পরামর্শ রাখেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মট্স ম্যানেজারগণ পাশকৃত ছাত্রদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করে বলেন পরিশ্রম ছাড়া বড় হওয়া যায় না। চাকুরীতে যারা যাবে তারা যেন ধৈর্য ধরে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে তাহলে তাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এখানে উল্লেখ্য যে, সনদপত্র বিতরণের পূর্বেই ৩৭ জন গ্রেজুয়েটের মধ্যে

২৫ জনের ইতোমধ্যে চাকুরী নিশ্চিত হয়ে গেছে। অন্যান্যদেরও চাকুরীর বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ চলছে। অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে মট্স পরিচালক এই প্রশিক্ষণের বাস্তবতা এবং কর্মক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের সঠিক প্রয়োগ ঘটানোর কথা বলে আদর্শ পরিবার ও উন্নত সমাজ গঠনের অবদান রাখার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, আমরা দেশে কেরানি চাই না ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করতে চাই। কারিগরি শিক্ষাই আমাদের দেশ, জাতি ও সমাজ বদলের একমাত্র হাতিয়ার। পাশকৃত সকল ছাত্রই মট্স এর এম্বাসেডর। তাই সকলকে আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের আহবান ও ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নাগরী ধর্মপল্লীর সংবাদ
ফাদার সেন্টু কস্তা ▮

শিশুদের নিয়ে বড়দিনের প্রস্তুতি অনুষ্ঠান

প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, নাগরীর টলেন্টিনুর সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লীতে শিশুদের নিয়ে অর্ধদিবসব্যাপী বড়দিনের বিশেষ প্রস্তুতি অনুষ্ঠান করা হয়। ১৫ ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানে ২৭৭ জন শিশু ও এনিমেটর অংশগ্রহণ করে। সকাল ৯ টায় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। অতঃপর নাগরী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ শুভেচ্ছা ও স্বাগত

বক্তব্য রাখেন। সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার সেন্টু জাখারিয়াস কস্তা "আমরা সবাই ভাই-বোন" এ বিষয়ে শিশুদের সাথে সহভাগিতা করেন। পরে মণ্ডলী ও ধর্মপল্লী কেন্দ্র করে শিশুদের জন্য কুইজ প্রতিযোগিতা রাখা হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর, হবে তাঁর আগমন এ গানের উপর শিশুদের প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার দেয়া হয়। ১০:৩০ মিনিট টিফিন বিতরণের পর "আমরা সবাই ভাইবোন" এ বিষয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতাও গ্রাম ভিত্তিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুপুরের আহার দিয়ে দিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

প্রথম কম্যুনিয়ন প্রদান

"আমরা যিশুর সেবক, সকলে, কখনো র'ব না বিফলে"। বিগত ১ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে নাগরীর টলেন্টিনুর সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লীতে ৮০ জন ছেলে-মেয়ে প্রথমবারের মত যিশুকে রুটির আকারে গ্রহণ করে। সকাল ৯:০০টায় শোভাযাত্রার মধ্যদিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন নব অভিষিক্ত যাজক ঝলক আন্তনী দেশাই। উপদেশে তিনি বলেন- খ্রিস্টযাগে রুটি ও দ্রাক্ষারস যিশুর দেহ ও রক্তে পরিণত হয়। খ্রিস্টযাগ শেষে পাল-পুরোহিত ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ প্রার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য সিস্টারদের ও নব অভিষিক্ত যাজককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীতে তাদের সার্টিফিকেট ও বিভিন্ন উপহার প্রদান করা হয়॥

নবাই বটতলাতে রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব-২০২১

ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া ▮ দীর্ঘ নয়দিন নভেনা প্রার্থনায় আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির পর নবাই বটতলাতে গত ১৬ জানুয়ারি পালন করা হয় রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব। উক্ত উৎসবে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতির জন্য মন্সিনিয়র ফিলিপ মার্শেল তপ্ন এবং ফাদার সুব্রত থিওটোনিয়াস কস্তা উপাসনা ও গানের প্রস্তুতিতে সহায়তা করেন। আগের দিন ১৫ জানুয়ারি বিশপ জের্ভাস রোজারিও এবং ফাদার মার্কুশ মুর্মুকে বিকাল ৩:৩০ মিনিটে উঁরাও কৃষ্টিতে অভ্যর্থনা করে মাল্যদান করেন স্থানীয় খ্রিস্টভক্তগণ। এরপর রোজারিমালার স্টেন ও রোজারি মিনিস্ট্রির ডিজিটাল ছবিগুলো বিশপ মহোদয় আশীর্বাদ করেন। এই স্টেন গুলো দান করেছেন পবিত্র ক্রুশ সংঘের ফাদার ইউলি রেমন সিএসসি। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তিনি তার উপদেশে বলেন, মায়ের আশীর্বাদে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নবাই বটতলার গ্রামবাসী রক্ষা পেয়েছিলেন, আজও রক্ষাকারিণী মা মারীয়া রক্ষা করে চলেছেন। তারপর রাত ৮:৩০ মিনিটের সময় ৫টি ব্লক থেকে এসে পুকুরের চারপাশে ঘুরে আলোর শোভাযাত্রা করে

গ্রোটোর সামনে এসে হাজির হয়, তারপর মা -মারীয়ার গ্রোটোর সামনে মোমবাতি প্রজ্বলন করে মায়ের চরণধূলি গ্রহণ করা হয়। অতঃপর পবিত্র বাইবেল থেকে একটি শাস্ত্র পাঠ করা হয়। উপদেশ দেন ফাদার আরতুরো স্পেজিয়ালে পিমে। সহভাগিতা করেন কার্লুস মারান্ডী।

১৬ জানুয়ারি সকাল ৮:৩০ টার সময় পবিত্র ক্রুশের পথ করা হয়। পরিচালনা করেন ফাদার নবীন পিউস কস্তা। তারপর সকাল ১০টায় সময় নাচের মেয়েরা, সেবক দল, যাজকবৃন্দ ও বিশপ মহোদয় শোভাযাত্রা করে বেদী মঞ্চে প্রবেশ করেন এবং বেদীর চারপাশে ধূপারতি দেন রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার গলে পুষ্পমাল্য পরিয়ে দেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও। তিনি তার উপদেশে বলেন, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে পাক হানাদার বাহিনী নবাই বটতলা গ্রাম ধ্বংস করতে চেয়েছিল, অগ্নি সংযোগ করেছিল কিন্তু পারেনি। যিশু, কানা নগরে বিয়ে বাড়িতে দ্রাক্ষারস ফুরিয়ে যাওয়াতে মায়ের অনুরোধে নতুন দ্রাক্ষারস প্রদান করেন ঠিক তেমনি আজও আমরা মায়ের মধ্যস্ততায় প্রার্থনা নিবেদন করলে তার পুত্রের কাছ থেকে চেয়ে দেবেন। উল্লেখ্য, এই তীর্থে ৭-৮ হাজার তীর্থ যাত্রী উপস্থিত ছিলেন। যাজকদের সংখ্যা ছিল ১৭ জন এবং সিস্টারদের সংখ্যা ছিল ১৫ জন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর-পর খ্রিস্টভক্তগণ দলে-দলে মায়ের চরণে মানত প্রদান করেন এবং মায়ের কৃপা আশীর্বাদ গ্রহণ করেন॥

প্রকাশনার গৌরবময় ৮১ বছর সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে **'প্রতিবেশী পরিবার'**। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

- : গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : -

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
  গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে/বিকাশের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে **THE PRATIBESHI** নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।
- স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা	
বাংলাদেশ	..... ৩০০ টাকা
ভারত	.....ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	.....ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	..... ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮১ ◆ সংখ্যা - ০৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 03
Regd. No. DA-33
◆ 31 January - 6 February, 2021, ১৭ - ২৩ মাঘ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

"ওরা মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে, ডাকিস নেরে আর"

পিটার কস্তা
জন্ম: নভেম্বর ১১, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: জানুয়ারি ১৩, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

[illegible]
জন্ম: [illegible] খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: জানুয়ারি ৩, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ

"আমার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়েছে। খ্রিস্টের পক্ষে আমি প্রাণপণে যুদ্ধ করেছি, দৌড়ের খেলায় শেষ পর্যন্ত দৌড়েছি এবং খ্রিস্টীয় ধর্মবিশ্বাসকে ধরে রেখেছি।" – ২য় তিমথি ৪:৭

আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবা গত ১৩ জানুয়ারি, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে, রোজ বুধবার, সকাল ৬:৩০ মিনিটে বার্ধক্য জনিত কারণে শমরিতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে সংসারের মায়া ছেড়ে আমাদের শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেছেন, না ফেরার দেশে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। আমাদের বাবা, পিটার কস্তা ছিলেন, কালু কস্তা ও আঙ্গেলিণী কোড়াইয়ার একমাত্র সন্তান। ঈশ্বর তাঁর কৃপায় ৮ পুত্র সন্তান ও ২ কন্যা সন্তান দানের মাধ্যমে এই পরিবারকে আশিস ধন্য করেন।

বাবার মৃত্যুতে পরিবার, সমাজ তথা প্রতিবেশীরা সকলে শোকে শোকাভিভূত। বাবা অত্যন্ত পরোপকারী ও ধর্মপ্রাণ একজন মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনে ধারণ করেছিলেন সততা, আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, ভালোবাসা ও প্রার্থনাপূর্ণ আশিস ধন্য জীবন। তাঁর প্রার্থনা ও ত্যাগের মহিমায় আজ তাঁর চার ছেলে ঈশ্বরের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছেন এবং অন্যরা সুখে শান্তিতে সংসার জীবনযাপন করছেন।

মা মারীয়া ও সাধু আন্তনীর উপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস যা আমাদেরকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়। যদিও বাবা নেই তবুও তার রেখে যাওয়া আদর্শ যেন আমাদের চলার পথে আলো, শক্তি, সাহস ও আশীর্বাদ দান করে।

আমাদের বাবা বেঁচে থাকাকালীন অবস্থায়, শেষদিন গুলিতে যারা সহযোগিতা ও প্রার্থনা করেছেন এবং মৃত্যুর পর আমাদের সমবেদনা জানিয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে আমাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতাসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

"মায়ের চির বিদায়ের ৩১তম মৃত্যু বার্ষিকী"

প্রাণপ্রিয় মা, বছরান্তে আবার ফিরে এসেছে সেই বেদনাময় "৩ জানুয়ারি"। ৩১ বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের মাঝে স্ব-শরীরে উপস্থিত নেই কিন্তু রয়ে গেছ আমাদের হৃদয়ের মণিকোঠায়, আত্মার আত্মায়, শুধুই স্মৃতি হয়ে। পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গীয় চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্ত পরিবারবর্গ–

পুত্র ও পুত্রবধূগণ –
স্বপন(মৃত)-স্মৃতি, ইউজিন-মঞ্জু, ফাদার অজিত ওএমআই, ফাদার রঞ্জিত ওএমআই, ব্রাদার যোসেফ সিএসসি, ফাদার দীপক, তপন-[illegible], সঞ্জয়-শিপ্রা

মেয়ে ও মেয়ে জামাই: স্বর্ণকুমারী-মাইকেল, শিলা-সুশান্ত

নাতি-নাতনীগণ ও পুতি ও পুত্নীগণ

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org